(নট ও নটীর প্রবেশ)

নট। আহা! অদ্য কি সুভ দিন; ধীশক্তি সম্পন্ন সুধীজন সকল সমবেত হইয়া এই চমৎকারিনী সভার কি মহতী শোভা সম্পাদন করিতেছেন; আহা! এই সভা স্থলে অভিন্ন হৃদয়া প্রিয়তমার সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে পারিলে জীবন স্বার্থক হয়, এই সমস্ত সজ্জনগণের মনোরঞ্জণ করা প্রিয়ারই কর্ম্ম। অতএব প্রিয়সীকে এক বার আহ্বান করি।

কোথায় প্রিয়সী কোথায়?

নটী। প্রাণ নাথ! অকস্মাৎ অধীনীকে কি জন্য আহ্বাণ করলেন। কোন কাজ আছে নাকি।

নট। হ্যাঁ প্রিয়ে। দেখ এই মহতী সভার কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে এবং শতং গুণি গণাগ্রগণ্য মহাত্মা গণের আগমন হয়েছে, তোমার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে এই জন্যই ডেকেছি।

নটী। আজ্ঞা করুণ।

নট। প্রিয়ে! আমি তোমার অসীম রূপে ও সদ্‌গুণে বশীভূত; এজন্য তোমার অনির্ব্বচনিয় সুমধুর বচনে সততই কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত কর, অতএব সভাস্থ সমস্ত সাধুজন সমীপে তোমার কিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তণ হইলে আমি পরম সুখী হই।

নটী। প্রাণ নাথ এ অতি অসম্ভব; যে হেতু আমি রমনী, বিশেষতঃ আমার এমন ক্ষমতাই বা কি যদ্বারা সভাস্থ সমস্ত লোকের মন তুষ্টি করি। আপনি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন সুতরাং আমার কথা ও আপনার সুমিষ্ট জ্ঞান হয়।

নট। না প্রিয়ে তুমি সে জন্য ভেবনা; কেননা এই সভাস্থ বিশুদ্ধ

ভাব ব্যক্তি গণ; গুণ গ্রাহী! যেমন মরালগণ দুগ্ধ মিশ্রিত বারি ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধই পান করে; তেমনি ইহাঁরাও দোষ সমস্ত বর্জ্জন করে গুণই গ্রহণ করিবেন; অতএব সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।

নটী। নাথ! সে কথা সত্য, কিন্তু অকস্মাৎ লজ্জা এসে আমার মুখ রোধ কর্‌ছে। অতএব আমায় ক্ষমা করুণ।

নট। সেকি প্রিয়ে তোমার সদ্‌গুণের পরিচয় দিবার এই স্থল, এখন কি লজ্জা করিবার সময়, দেখ রজনী প্রায় শেষ হয়েছে আর বিলম্ব করিবার সময় নাই।

শুভস্য শীঘ্রং; প্রিয়ে! আমার নিকট যে গীতটী; সদত গান করিতে সেইটী প্রথম আরম্ভ কর।

নটী। নাথ! আপনকার অনুরোধ রক্ষা করা সর্ব্বোতো ভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার কিছু মাত্র সাহস হচ্চে না, তবে আপনি যদ্যপি বিশেষঃ সাহায্য করেন তবে আমি এই অসম সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

নট। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আমাকে আবার কিঞ্চিৎ সাহার্য্য কর্‌তে হবে? আচ্ছা।

রাঃ সুরট মল্লার, তাল জলদ মধ্যমান।

নাথ, কি গুণে তুষিব সাধুজন।
হেরিয়ে সভার শোভা হতেছে মোহিত মন।
কি রূপে সম্ভবে হেন, সজ্জন মন রঞ্জন,
করিব আমি এখন, বিনা কৃপা বিতরণ।
অতএব সুজন গণ, শুন মম নিবেদন,
স্বগুনে করি মার্জ্জন, গুণ করিবেন গ্রহণ।

নট। বা! কি চমৎকার হয়েছে, এ গানটী সকলের মনোরঞ্জন করেছে প্রিয়ে! ঐ দেখ সকলেই উৎসুক চিত্তে আর একটি গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আ বিলম্ব কর না।

নটী। (নিরুত্তর)

নট। প্রিয়ে অকস্মাৎ তোমার মৌনাবলম্বের কারণ কি? ছি ছি সকলে কি মনে করবেন।

রাঃ ঝিঝিট তাল একতালা।

কেন কেন প্রিয়ে, অধীরা হইয়ে, রয়েছ লো চাঁদ বদনি।
তোমার সে রূপ, হেরিয়ে বিরূপ কিরূপ হয়েছি সজনি।
যেমন ভাস্কর কর নিকরে, কুমুদিনী পেয়ে মুদিত করে,
সে রূপ তব কোমলা ধরে কেন করে মলিন ধনি।
প্রচণ্ড নিদাঘে চাতক প্রায়, বাক্য বারিবিনে ব্যাকুল তায়,
উহু মরি মরি বুঝি প্রাণ যায়, হের লো চারু ভাষিনী।

হে বিশুদ্ধ চারিণী পতি প্রাণা সতী! আমি কি তোমার অবমানা করেছি? অনাদর করেছি? কই না, তবে অধৈর্য্য হইবার কারণ কি।

নটী। প্রাণ নাথ! আমি স্ত্রী জাতি, স্বভাবতই লজ্জাশীলা, অতএব অধৈর্য্য হইবার অন্য কোন কারণ নাই।

নট। প্রিয়ে তুমিত অবোধ নও, এক্ষণে সভাস্থ সমস্ত সাধু জনের মনোরথ পূর্ণ কর, আর বিলম্ব করোনা "যেমন দেবা তেম্নি দেবী" নামক নুতন নাটক খানির অভিনয় কর।

নটী। যে আজ্ঞা।

।(উভয়ের প্রস্থান)

বিজ্ঞাপন।

বহু দিন হইল আমি এই ক্ষুদ্র নাটক খানি প্রণয়ণ করিয়াছিলাম কিন্তু হঠাৎ বাত রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত থাকায় উহা প্রকটনে যত্নবান হই নাই পরে অনেক বন্ধুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই বিষম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলাম। এক্ষণে পাঠক মহাশয় গণ অনুগ্রহ করিয়া পুস্তক খানি আদ্যো-পান্ত পাঠ করিলে যত্ন ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আধুনিক পল্লিগ্রাম বাসী জনগণের অবস্থা ও রিতী নিতি সবিশেষ বর্ণন এই নাটকের উদ্দেশ্য।

সোমড়া
আষাঢ়।
১২৮৪ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নায়কগণ।

রামকালী বাবু .... সঙ্গতি শালী।

গৌর বল্লভ রায়
রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য
নসীরাম মুখোপাধ্যায়
শশী ভূষণ চট্টোপাধ্যায় } প্রতি বাসী গণ।

হরিহর .... ঘটক।

কেনারাম মুখোপাধ্যায় ...... শশীভূষণের বন্ধু।

চন্দ্র ভূষণ .... শশীর ভ্রাতা।

প্রিয় নাথ .... রাম কালীর পুত্র।

গোপাল, রজনী,
ও মনমোহন } প্রিয়র ইয়ার।

বৈদ্যনাথ .... ভৃত্য।

নায়িকাগণ।

কামিনী ... . রাম কালীর কন্যা।

সুরঙ্গিনী ... . কামিনীর সই।

সরমা .... প্রিয়র স্ত্রী।

জ্ঞানদা ও শ্রীমদা .... প্রতিবাসিনী।

বিমলা .... রাম কালীর স্ত্রী।

নীরদা .... রাম কালীর ভগ্নী।

রাই মণি .... নাপ্তিনী।

গোলাপী .... নসীরামের কন্যা।

পদ্ম .... নসীরামের মাতা।

চৌকিদার, বরযাত্রীগণ ও পুরোহিত।

যেমন দেবা তেম্নি দেবী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামকালী বাবুর অন্দর।

(সুরঙ্গিনীর প্রবেশ।)

সুর। কই কাউকে তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে? এরা সব কোথায়?— (প্রকাশ্যে) ও সই; সই, হ্যাঁগা সই কোথায় গা?

নীরদা। কে ও সুরঙ্গিনী? এস মা শ্বশুর বাড়ী হতে কবে এলে? এত কাহিল হয়েচ কেন? কাল্ কামিনী বল্‌ছিল সয়ের জন্যে মন কেমন কর্চে; তা—

সুর। আমি কাল্ এসেছি, আমার বড় ব্যামো হয়েছিল; তা এখন একটু সেরেছে।

বিমলা। আহা! বাছা তাইতে এত কাহিল হয়েচো? (উচ্চৈঃস্বরে) ও কামিনী? ওপরে বসে কি কচ্চিস্? তোর সই এসেচে যে? নেমে আয়। তা সুরঙ্গিনী তুমি তো আর নতুন লোক নও; ঘরের মেয়ে, সে ওপরে আছে, তুমি সেই খানে যাও, খেলা ধুল করগে। চল ঠাকুরঝি আমরা বেলাবেলি কাপড় চোপড় কেচে আসি, অনেক কাজ আছে। মুকুন্দদের সুরঙ্গিনী বড় লক্ষ্মী মেয়ে, আজ কাল অমন মেয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। (উভয়ের প্রস্থান)

সুর। (উপরে গিয়া) কিলো সই, একলাটি ঘরে বসে কি কচ্চিস্। ওখানা কি বই ভাই।

কামিনী। একি,বা! সে দিন যে আমি তোদের ঝিকে তোর আসবার কথা জিজ্ঞাসা কর্লেম তা সে বল্লে,লোক ফিরে এসেচে; তারে এখন পাঠাবে না। সেই অবধি শুনে আমার মন যে কি রূপ হয়েছিল তা আর বল্তে পারিনে; কাল রাত্রেও ভাই তোর কথা পিসির কাছে বল্‌ছিলেম। তা যা হৌক তুই এলি এখন আমি বাঁচলেম!

সুর। হ্যাঁ ভাই, সে দিন আমাকে আন্‌তে লোক গিয়েছিল কিন্তু আমার শাশুড়ীর মত হলোনা বলে লোক ফিরে এল, তা ভাই তোকে আর আমার ছোট ছোট ভাই গুলিকে অনেক দিন না দেখে এম্‌নি প্রাণ কেমন করতে লাগ্‌লো যে আর খেতে শুতে কিছুই ভাল লাগ্‌তো না, কেবল সারা দিনই কাঁদিতাম, তাই আমার ভাশুর শুনে আমাকে জোর করে পাঠায়ে দিলেন; তিনি ভাই আমাকে বড় ভাল বাসেন। হ্যাঁ ভাই তোর কর্ত্তাটী এসেছিল কবে? আমার সঙ্গে একবারও দেখা হলো না।

কামিনী। তুই এখানে থাকিস্‌নে তা কেমন করে দেখা হবে। এবার এলে না হয় তোর কাছে পাঠায়ে দেব, দেখা করে আস্‌বে।

সুর। না লো এবার আমি অনেক দিন এখানে থাক্‌বো; সে কি পুজার সময় আস্‌বে না?

কামিনী। তা আস্‌তে পারে।

সুর। সে কেমন মানুষ ভাই?

কামি। এই দুটী হাত, দুটী পা, একটী মুখ, দুই চক্ষু আর একটী নাকও আছে।

সুর। মরণ আর কি! আমি বুঝি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লেম;

বলি কেমন কথা বাত্রা, রসীক কেমন, আর কিছু পাস পেয়েচে কি না?

কামি। আমার কাছে তো ভাই পাস পেয়েছিল; তবে কালেজে পাস পেয়েছিল কিনা তা বল্‌তে পারিনে।

(সরমার প্রবেশ।)

সর। কি লো সুর ঠাকুরঝি কবে এলি। শুনেছি তোর ভাতারের তো খুব চাক্‌রি হয়েছে; তোকে কিছু গয়না টয়না দিয়েছে।

কামি। গয়না তো নতুন কিছু দেখ্‌চিনে, তবে টয়না ছুটো হয়েছে।

সর। নে তোর আর কথার ছল ধর্‌তে হবেনা। তুই যেমন মানুষ তেম্নি থাক্‌।

সুর। না ভাই সেখানে উত্তর দিকে একটা কোটা হচ্চে, তা এখন আর কেমন করে বল্‌বো; কিন্তু সে ভাই আপ্‌নিই বলেছে যে ঘরটা হয়ে গেলে ওপর কানে এক যোড়া পিঁপুল পাতা গড়য়ে দেবে।

সর। তোর স্বামী ভাই বেশ লোক; রসীক যেমন বলতে হয়।

সুর। প্রিয় দাদাই বা কোন কম। তোকে নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ করে, কত রসের কথা কয়, তা কি আর জানিনে।

সর। সে পোড়াকপালের আর নাম করিস্‌নে, তার নাম কর্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গটা জ্বল্‌তে থাকে। আগে ছিল ভাল; এখন যত পোড়ার মুখদের সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় গেছে।

কামি। আর বউ ভাই তেল নুন মাখা চাল ভাজায় গেছে।

সুর। কেন কি হয়েচে, তোমাকে কি দেখ্‌তে পারেন না? কই তাঁর তো এমন স্বভাব ছিল না।

সর। ছিলনা হয়ে উঠেছে। তখন২ কোন কথা বল্‌লে শুনতো এখন বাবুর মেজাজ ফিরে গেছে, কারুর কথা শোনে না, কেউ কোন কথাটি কইলে চিটি ভেঙ্গে চুরে ফেলে, আর সকলকে যা মুখে আসে তাই বলে।

সুর। তুইতো ভাই লেখা পড়া জানিস্, তা ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌তে পারিস্ নে?

কামি। কথা কইতে২ বেলাটা একেবারে গেছে, চল ভাই কাপড় কেচে আসি। সই কাল্ একটু সকাল করে আসিস্ তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামকালী বাবুর বৈঠকখানা।

(গৌরবল্লভ রায় ও রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

রামকালী। আসুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! প্রণাম হই। অদ্য বেলাটা শেষ করে এলেন কেন? কোন কার্য্য ছিল বুঝি। বদে তামাক দে যা।

ভৃত্য। আজ্ঞা যাই।

রত্নেশ্বর। জয়োস্তু, একটু কার্য্যের অনুরোধেও বটে, আর গৌর বাবুকে না আন্‌লে খেলার জুতই হবে না, এজন্য ওঁর বাটী হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

ভৃত্য। (তামাক দিয়া) আপনাকে এক বার বাড়ীর ভিতর ডাকচেন।

রাম। আচ্ছা যাচ্চি, ব্রাহ্মণের হুকটা দে যা। তবে আপনারা একটু বসুন, তামাক খান আমি একবার শুনে আসি।

গৌর। যে আজ্ঞা আসুন।

রত্নে। বড় বিলম্ব করবেন না। আমাকে আবার শীঘ্রই যেতে হবে।

রাম। আজ্ঞা না, বিলম্ব হবে না। (প্রস্থান।)

(ক্রমান্বয়ে শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় এবং হরিহর ঘটকের প্রবেশ।)

রত্নে। ঘটক চূড়ামণী আসুন আসুন নমস্কার, ভাল আছেন তো? বাড়ীর সব মঙ্গল?

ঘট। নমস্কার বসুন, হাঁ বাড়ীর সমস্ত মঙ্গল, অনেক দিন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। কই রামকালী বাবু কোথায় গেলেন! গৌর বাবু কি সেই পর্য্যন্ত বাটীতেই আছেন?

গৌর। আজ্ঞা হাঁ, বাটীতেই আছি। (দরজার দিকে দৃষ্টি করিয়া) নশীরাম মুখোপাধ্যায় আসচে না, হাঁ সেই ত বটে। আরে নশীরাম বাবু এস, আমি আরো তোমাকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছিলাম, অদ্য ঘটক মহাশয়ও এসেচেন তো।

নশী। আমিও ঘটক মহাশয় এসেচেন শুনে তাড়াতাড়ি এলাম। (ঘটকের প্রতি) বলি ঘটক মহাশয় সে বিষয়ের কি করলেন? (রাম করতলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া ২৫ অঙ্ক লিখিয়া) এই আপনাকে দিব। (উপবেশন)

ঘট। দেখা যাউক বিধির নির্ব্বন্ধ। (রত্নেশ্বরের প্রতি) তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শারীরিক ভাল আছেন।

রত্নে। এই যেমন দেখতে পাচ্চেন, আর কোন খানে গতিবিধি সে রূপ নাই। বাড়ীতেই থাকি।

নশীরাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটা আনন্দাশৌচ হয়েছে।

ঘটক। সে কি! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর তো সন্তান হইবার সম্ভব নাই, ওঁর ছেলেটিও নিতান্ত বালক, এখনো বিবাহ হয় নাই, এবং জ্ঞাতি কেহও এখানে নাই, তবে আনন্দাশৌচ কেমন করে হবে?

নশী। কেন ওঁর বাড়ীর কাছে কলুদের বউ যে প্রসব হয়েছে!

ভট্টা। তুই আবার এখানে ও মর্‌তে এসেছিস্‌।

ঘটক। না না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিদ্রুপ করা উচিত হয়না।

নশী। কেন মহাশয়? উনি যখন ভদ্র পল্লি পরিত্যাগ করে কলুপাড়ার বাস কর্‌তে পার্‌লেন, তখন আমরা কেন না বল্‌তে পারি! ওঁর উদ্দেশ্য কি তা জাননা? দিবারাত্র কলু পাড়ার কন্সার্ট শুন্‌বেন আর হলো সময়ে সময়ে ঘানি পূজাটাও করবেন, এক প্রকার মন্দ নয়, তেল আর কিন্তে হবে না। কিন্তু আমার ভয় হয়, পাছে কলুর বলদের ব্যাম হলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বদলি লয়!

ঘটক। মহাভারত! একথাই নয়। আমি জানি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুটি দশটি ছাত্র আছে; পূর্ব্বে যে স্থানে ছিলেন সে স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ; কোন মতে সুসার হয়না, এজন্য পরিত্যাগ করেছেন।

নশী। মহাশয়! যদি ছাত্রের কথা বল্লেন তবে আমিও কিছু না বলে ক্ষান্ত হতে পারিনে। যেমন অধ্যাপক তেম্নি ছাত্রগণও হয়েছে, উহাদের কারো পুঁথি আছে কারো নাই, সারাদিন বসে কেবল ইয়ারকি মারে, আর লোকের সর্ব্বনাশ করবার পন্থা দেখে, অর্থাৎ কারুর শশাটা কলাটা বেল কুল ইত্যাদি বেলকুল এনে ওঁর কাছে হাজির করে; শুন্‌তে পাই পাড়ার লোক সকাল বেলা দোচোকো বাপান্ত করে; অধিক কি বল্‌বো ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুরুমহাশয়ের বাবা। বাজার খরচ এক পয়সাও নাই, কৌশলে সংসার চলে যায়! সুতরাং এমন ছাত্রগণকে কি পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন? আর ত্যাগ কর্‌লেই বা ওরা দাঁড়ায় কোথা?

ঘটক। নশীরাম বাবু ক্ষান্ত হও, আর ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই।

ভট্টা। মহাশয়! ওটার কথায় কর্ণপাত কর্‌বেন না; আমি জানি ওটা বখারের শেষ।

ঘটক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এক্ষণে যে কাল পড়েছে, তা কোন খানে গিয়ে চারদণ্ড সুখী হবার যো নাই। শাস্ত্র তো একেবারে লোপ হয়েছে, সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী; কারো সঙ্গে দুটো কথা কয়ে মনে তৃপ্তি হয় না; তবু মহাশয়ের নিকট সময়ে ২ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক শুন্তে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আপনি যে কবিতার ব্যাখ্যা করেন, আহা! তা শুন্‌লে কর্ণ কুহর পবিত্র হয়।

নশী। আজ্ঞা হ্যাঁ। নাকেও কাপড় দিতে হয়।

ঘটক। কেন২ এ কথাটা বল্‌বার তাৎপর্য্য কি?

নশী। তার তাৎপর্য্য এই যখন উনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন তখন কাছাটী খুলে যায়, আর ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে (মহাশয়কে বল্‌বো কি) এম্‌নি এক প্রকার বিকট দুর্গন্ধ নির্গত হয়, যে নাকে কাপড় না দিয়ে সম্মুখে কোন মতে তিষ্ঠান যায় না।

ঘটক। ছি ছি ছি!! অমন কথা বলোনা (জিহ্বা কাটিয়া) ও সব কথা বলিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিন্দা করা হয়, উনি রাগ্‌ কর্‌তে পারেন।

নশী। আজ্ঞা না আমি কারো নিন্দা করিতে ইচ্ছা করিনা তবে যথার্থ কথা বলিলে উনি কেন রাগ কর্‌বেন?

ভট্টা। ওহে চূড়ামনি! তুমিও অর্ব্বাচিনটের সঙ্গে কেন বাক্যালাপ করচো, ওটা খৃষ্টান বল্লেই হয়, আমি ওর কথা গ্রাহ্যই করিনে।

নশী। গ্রাহ্য করলেই পেঁচ পড়ে, সুতরাং—

ঘটক। আজ্ঞা তা সত্য, নশীরাম বাবু ছেলে মানুস তাই

বুঝায়ে বল্লাম। মরুক আর ও সব কথায় প্রয়োজন নাই। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) আপনি যে সে দিন মৈষাদলের রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গমন করেছিলেন তা সেখানে বিচারাদি এবং বিদায় কি প্রকার হলো বলুন শোনা যাউক।

ভট্টা। হবে আর কি? একটা এমনি কবিতা বল্লাম, তাই শুনে সকলে ধন্য২ বলতে লাগলো, আর 'থ' হয়ে এক দৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থাক্‌লো; (নস্য গ্রহণ) তার পর বিদায় লয়ে চলে এলাম।

নশী। মহাশয় সেটা 'থ' হয়ে নয় 'ব' হয়ে

ঘটক। 'ব' হয়ে কি?

নশী। বগাবে বলে?

ঘটক। বগাবে কি?

নশী। এই বগানচণ্ডী, (হস্ত দেখাইয়া)

ঘটক। আঃ! ভেঙ্গেই বল ছাই কি বলো বুঝতেই পারিনে।

নশী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে এলে আর কি বুঝবেন, যদি আমাদের নিকট সময়ে২ আসেন তা হলে দু দিনে আপনাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিই। বগানচণ্ডী কি জানেন না প্রহারেণধনঞ্জয় অর্থাৎ উনি যে কবিতা বলেছিলেন বোধ হয় তাহারা পারিতোষিক দিবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু ওর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজবাটীতে কর্ম্ম করে (যার কল্যাণে নিমন্ত্রণ পত্র হয়ে ছিল) সেই বাঁচায়ে দেশে ফেরত পাঠায়ে দিয়েছে।

ঘটক। আমি আপনার ছেলেমো শুনতে চাইনা। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) হ্যাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে কবিতাটী কি?

ভট্টা। সে কবিতাটী হচ্চে "ভট্টস্য কট্যাং শকটঃ প্রবিষ্ট"

ঘটক। আহা! কি সুন্দর কবিতাই বটে! কি সুমিষ্ট!

নশী। গাধার পেটে ভ্যাড়ার ছাঁ ঘোড়ার পেটে হাতী।
বাবার পেটে ছেলে হলো মায়ের পেটে নাতি।

ঘটক। এই বুঝি আপনার কবিতা, তাই অসঙ্গত কথা গোটা-কতক বল্লেন।

নশী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কবিতাটী যদি সঙ্গত ও ভাব শুদ্ধ হয়ে থাকে তবে আমার কিছু অসঙ্গত হয় নাই।

ঘটক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়? এ কবিতাটীর অর্থ কি?

নশী। ওর অর্থ করা আর কঠিন কি? আমরাও মহাশয়, কালেজে কিছু২ সংস্কৃত পড়েছিলাম, ওর অর্থ এই শুনুন;—অর্থাৎ ভটের কটিদেশে শকট প্রবেশ হলো। তা ভটের কটিদেশে যদ্যপি শকট প্রবেশ হওয়া সম্ভব হয়, তবে গাধার পেটে ভ্যাড়া, ঘোড়ার পেটে হাতী, আর বাবার পেটে পুত্র ও মায়ের পেটে নাতি অর্থাৎ পৌত্র হওয়া কোন মতে অসম্ভব নয়।

ঘটক। কালেজে পড়া আর চতুষ্পাটীতে পড়া অনেক অন্তর। টোলে অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানী এবং শাস্ত্রজ্ঞ হয়, আর সকলের নিকট আদরণীয় হয়, কারণ "বিদ্যান সর্ব্বত্র পুজ্যতে"।

নশী। এটি আপনার বুঝিবার ভ্রম। তবে টোলে পড়া আর কালেজে পড়া অনেক অন্তর, যা আপনি বল্লেন তা আমি এক-শত বার স্বীকার করি, কেননা টোলে দশ বৎসর টৈতন নেড়ে দুলে২ খ, ফ, ছ, ট, থ; চ, ট, ত, ক, প, বারম্বার উচ্চারণ করিয়া যা না হয়, কালেজে দুই বৎসর পড়ে তা অনায়াসে হতে পারে, অতএব অনেক অন্তর তার আর ভুল কি।

(রামকালী বাবুর প্রবেশ।)

রাম। ঘটক মহাশয় কতক্ষণ। এই যে মুখোপাধ্যায় ভায়াও

এসেচেন প্রণাম! আপনাদের কি তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল?

ঘটক। আসুন, কল্যান হোক। না, তর্ক বিতর্ক এমন কিছু নয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আপনার নশীরাম ভায়ার ছেলে মানুষি হচ্ছিল।

রাম। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নশীরাম ভায়ার মত ব্যক্তি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আহা! দিগম্বর খুড় কি লোকই ছিলেন। তাঁর পুত্র না হবে কেন; নরা নাং মাতুল ক্রমঃ যেমনি বাপ তেমনি বেটা। ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উত্তম রূপ শিক্ষা করেচেন, আর বরাবর এস্‌ক্লাসিপও পেয়েছেন। (নশীরামের প্রতি) ভায়া কি উপস্থিত কর্ম্মটা পরিত্যাগ কর্‌বে?

নশী। আজ্ঞা হঁ্যা, এই কটা মাস আছি; এবার ভাবচি বি, এল,টা দিয়ে ওকালতী কর্‌বো; কেননা মাষ্টারিতে অত্যন্ত পরিশ্রম, আর পোষায় না।

রাম। তা সে কিছু মন্দ নয়; আমারও ইচ্ছা তাই। (গৌর বল্লভের প্রতি) রায় মহাশয় আপনার কন্যার বিবাহের কি করলেন?

গৌর। আজ্ঞা আমি আর কি করবো? আপনি কর্ত্তা আছেন আর, ঘটক মহাশয়ও উপস্থিত; যাহাতে আমি এ দায় হতে মুক্ত হই তাই করুন।

ভট্টা। তবে আপনারা বসুন, অদ্য সময়টা বৃথাই গেল, খেলা-তো হলো না, আর বসে কি করবো?

রাম। যে আজ্ঞা তবে আসুন, প্রণাম, কাল একটু সকালে আসবেন।

ভট্টা। আচ্ছা আসবো।

(ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।)

ঘটক। নশীরাম বাবু বিবাহের কথা পূর্ব্বে আমাকে বলেছিলেন কিন্তু কি করি তেমন পাত্র সন্ধানে পাচ্চিনে।

রাম। আপনার সর্ব্বত্রে যাতায়াত আছে, একটু চেষ্টা করবেন; কেননা এ কার্য্য আপনার মনোযোগ ব্যতীত হবার নয়। তবে গৌর বাবুর কিছু টাকা ব্যয় করিতে না পারিলে এ কার্য্য কোন মতে, সুসম্পন্ন হবে না; যে হেতু কন্যাটী এক চক্ষু বিহীনা।

নশী। আজ্ঞা হ্যাঁ গৌর বাবুও ব্যয় করিতে কাতর নন।

গৌর। আমার অবস্থা তো আপনারা সকলেই জানেন, তবে আমার সাধ্য মতে ক্রুটী হবে না।

রাম। (ইঙ্গিত দ্বারা) তবে গৌর বাবু এখন আসুন, ঘটক মহাশয়ের সহিত একটা পরামর্শ আছে।

গৌর। যে আজ্ঞা তবে নশীরাম বাবু চল আমরা এখন যাই।

(গৌর বল্লভ ও নশীরামের প্রস্থান)

ঘটক। দেখুন ঘোষজা মহাশয়, আমার সন্ধানে অনেক পাত্র আছে, কিন্তু কানা মেয়ে কি কেউ বিয়ে করতে চায়?

রাম। সে কথা সত্য, তবে অনেক টাকার লোভে করতে, পারে। কুলীনদের এরূপ প্রথা আছে। তাহারা টাকা পেলে, যবন কন্যাও বিবাহ করতে পারে, তা, সে জন্য আপনি ভাবচেন কেন? যাহারা গণ্ডার, গণ্ডায়, বিবাহ করে তার মধ্যে একটা কানা হলেই বা ক্ষতি কি?

ঘটক। আজ্ঞা হ্যাঁ, আপনি যা বলচেন তা অন্যথা কিছুই নয়, কিন্তু দেখুন নশীরাম বাবু ২৫টী টাকা দিবার কথা বল্লেন, তা ইহাতে কি আমাদের মন ওঠে? আমরা রাঘব বোয়াল বল্লেই হয়।

রাম। (হাস্য করিয়া) বটে বটে, তা সে বিষয়ের জন্য চিন্তা

করবেন না, যাহাতে আপনার মন ওঠে তা আমি করবো।

ঘটক। যে আজ্ঞা, আপনি একবার বল্লেই হলো। তবে বসুন এক্ষণে চল্লাম, নিকটে একটা বিবাহ আছে সেই খানে একবার গমন করবো।

রাম। আচ্ছা তবে আসুন ; প্রণাম (একটী টাকা দিয়া) মধ্যে মধ্যে পায়ধুলাটা দেবেন।

ঘটক। যে আজ্ঞা আসবো বই কি? আমি তো মহাশয়ের দ্বারাই প্রতিপালিত তা না এলে কিসে চলবে? (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীর ভিতর।

পদ্মমণি ও গোলাপী আসীনা।

(জ্ঞানদা ও সুখদার প্রবেশ।)

জ্ঞান। ঠাকরুণ দিদী বসে বসে একলাটী কি কচ্চো?

পদ্ম। কে লো জ্ঞানদা, এই যে সুখদা কেও দেখচি? আয় ভাই, আর দোকলা কোথায় পাব। তোরা আর এখন আসিস নে কেন?

সুখ। আমাদের তো ইচ্ছে তোমার কাছে আট পর কাল বসে থাকি, আর মজার মজার কথা শুনি; তা আমাদের অদৃষ্টে ঘটে না। সে দিন আসবো মনে করলাম, তা বাড়ুজ্জেদের বউ কিছুতেই আসতে দিলে না।

গোলাপী। দেখ ভাই জ্ঞানদা, কাল ঠাকুর মা যে গান বল্লে, এমন গান কখন শুনিস নি?

জ্ঞান। তবে একটা বল না গা, আমরা শুনি।

পদ্ম। তোরা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলি? দুদণ্ড বোস, গপ্প

কর, তারপর শুনিস এখন।

সুখদা। ঠাকরুন দিদি? বলি ঠাকুর দাদা কেমন লোক ছিলেন গা, তোমায় কেমন ভাল বাসতেন?

পদ্ম। আর ভাই; সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর, এখনও তা মনে হলে কান্না পায়। এক দণ্ড কাছ ছাড়া হতে ভাল বাসতো না, দুটী বেলা আহারের সময় আমি কাছে না থাকলে খেয়ে তৃপ্তি হতো না। আর যখন যা বলতাম তাই করতো, ভাল খাবার সামগ্রি আমার জন্যে সর্ব্বদাই নিয়ে আসতো, আমার সামান্য অসুখে তার মহা অসুখ হতো।

জ্ঞান। তবে বল যে তিনি তোমার কাছে যেন মন্টার গোরড় হয়ে ছিলেন।

সুখ। আহা! অমন ভাতার আমরা এক আদটি পেলে কাড়ি।

গোলাপী। কেন এক ভাতারে মন ওঠে না! বুঝি, তাই পোসাকি গোচ একটা কাড়বি। কাল সরমা দিদির ভাতারের গুন শুনে অবাক হয়েছি।

সুখ। সরমা আবার কে?

গোলা। ঐ ওপাড়ার ঘোসেদের বউ।

সুখ। সে এখানকার বউ, তোর দিদি হলো কেমন করে?

গোলা। আমার মামার বাড়ীর কাছেই তার বাপের বাড়ী, তাই সেখানকার সুবাদে দিদি বলি।

জ্ঞান। তার ভাতারের কি গুণ শুনলি ভাই।

গোলা। শুনলেম, দিদিকে ভাল বাসে না, সর্ব্বদাই গালাগালি দেয়, মারে, বেশ্যালয় যায়; আবার সম্প্রতি নাকি মদ মাংসও আরম্ভ করেছে শুনে বড় ঘৃণা হলো; ছি ছি!! সাতজন্মে যদি ভাতার না হয় সেও ভাল তবু যেন অমন কুলাঙ্গার ভাতার কারু না হয়।

সুখ। ছার ছার কাণ মোচড়া (অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা) বাঁ পায়ের গোল্লায় যাক।

জ্ঞান। মিচে নয়, ঢের ঢের ভাতার দেখেচি, অমন ভাতার ভাই কখন দেখি নি। আমাদের তো সোনার চাঁদ ভাতার; কামিনীর ভাতারটীও ভাই বেশ।

পদ্ম। তোরা যে ভাতার ভাতার করে খেপ্‌লি দেখতে পাই; কেবলই এর ভাতার ওর ভাতার তার ভাতার কচ্চিস?

জ্ঞান। না ঠাকরুণ দিদি, আমরা ভাতার করিনি, ভাতারের কথা বলচি; ভাতার মনের মত না হলে বড়ই অসুখ হয়।

পদ্ম। তা মিছে নয়;—

নারীর ভরসা আছে এক মাত্র পতি।
যদ্যপি না করে কভু কুপথেতে মতি॥
কুসঙ্গ ত্যজিয়ে যদি আত্মবসে রয়।
রমণীর বল তবে কত সুখোদয়?

জ্ঞান। আর যদি থাকে সদা হয়ে অনুগত।
বল দেখি হয় তবে সুখোদয় কত॥

সুখ। ওই যে ঠাকরুণ দিদির চেয়ে এক কাটি সরেস হলি।

পদ্ম। আর ভাই আমরা এখন বুড় হাবড়া হয়েছি, ওসব আর ভাল লাগে না এখন।

দন্ত হীন পক্ক কেশ দেখতে কদাকার।
সুখায়ে কমল আছে বোঁটা মাত্র সার॥

সুখ। বুড়ভো নয় রসের গুড়ো।

জ্ঞান। যেমন হীরের টুকরো।

পদ্ম। ওলো-তোদের তো এই নবীন বয়েসে ফুটেছে নবীন কলি
দিনকতক কাল চুপকরে থাক মজা করবে অলি।
বুঝেছি লো, তোদের বিরহ অনল জ্বলে উঠেছে, তার আর

ভাবিস নে, আশ্বীন মাসের আর বড় দেবী নেই; লোকে যে কথার কথা বলে, চাকর আর কুকুর সমান; তা বড় মিছে নয়; কাযেও বটে, কর্ম্মেও বটে।

গোলা। বাঃ। চাকরে কুকুরে কিসে সমান হলো?

পদ্ম। এই কুকুরকে যেমন তু করে ডাকলেই আসে; মনিবে তেম্নি চাকরকে ডাকলেই যেতে হয়। আর আশ্বীন মাস এলে কুকুরের মহানন্দ হয়, চাকুরে ভাতারদেরও তদ্রূপ আনন্দে লাল পড়তে থাকে।

গোলা। একথাটা ভাই জ্ঞানদার বড় লেগেচে, কেননা ওর ভাতার মেদিনীপুরে চাকরি করে; তা সে দিকে শুনেছি রেলের গাড়ি নেই; সেই পূজার বন্ধ ভিন্ন আর আসবার যো নাই; সুখদার ভাতার ইষ্টেসেনে থাকে তবু লুকয়ে চুরিয়ে মধ্যে মধ্যে এক এক দিন আসে।

পদ্ম! জ্ঞানদা রাগ করিস্ নে ভাই, আমি কিছু তোকেই বলি নি, সকলকেই বলচি।

জ্ঞান। না রাগ করে আর কি করবো!

সুখ। (পদ্মর প্রতি) হ্যাঁগা গোলাপীর বর এলে ঘরে শুতে যায় তো?

পদ্ম। যায়, আবার খানিক থেকে পালিয়ে পালিয়ে আসে।

সুখ। (গোলাপের প্রতি) হ্যাঁলা পালিয়ে আসিস্ কেন? ভয় করে না কি?

গোলা। মরণ আর কি? কেন আপনাকে দিয়ে কি জান না?

জ্ঞান। তা ঠিক কথাই তো? গোলাপ বেশ বলেছিস ভাই।

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।

মাতঙ্গিনী। ঠাকরুন দিদি কি কচ্চো। একবার আমাদের বাড়ী

এসো। আমার ভাইটীকে ডাইনে টান দিয়েচে তা একটু জল পড়ে দিতে হবে আর হাতটাও দেখবে।

পদ্ম। চলো যাচ্চি। (জ্ঞানদার প্রতি) তোরা ভাই বস আমি ওদের বাড়ী হতে একবার আসি

(পদ্মমণির প্রস্থান।)

রাইমণি নাপ্তেনীর প্রবেশ।

সুখ। কিলো ডুমুরের ফুল যে? এত দিন কোথায় ছিলি?

গোলা। নাপ্তে বউ বুঝি আর কামিয়ে দিবি নে?

জ্ঞান।

নাপ্তেনী লো সই।
কামিয়ে দিলি কই॥

রাইমণি। কি জ্বালায় পড়েছি? তোরা যে আমাকে ছ্যাকা ব্যাকা করে ধরলি। এখন কার কথায় জবাব দেব চুপ করেই থাকি। বোবার শত্রু নেই।

জ্ঞান। আজ যে ফিট ফাট হয়ে পানটি খেয়ে বেরিয়েছিস তা রাস্তার কেউ আটকায় নি তো?

রাই। বাপরে আমার কেমন পোড়া কপাল লোকে আমার ভাল দেখতে পারে না। বাবুদের বাড়ী ছোট বয়ের কাদার এই কাপড় খানা পেয়েছিলাম তা সেই অবধি তোলাই ছিল, পরিনি, আজ মনে হলো তাই পরলাম, আর ভাত খেয়ে গাটা কেমন২ করতে লাগলো তাই একটা পান মুখে দিয়ে এই আসচি এতেই তোমাদের চোক টন২ করতে লাগলো আমি কিছু কিনে পরি নি, লোকের বাড়ী পেয়েচি তাও কি পরবো না?

জ্ঞান। না না আমি সে জন্য বলচিনে। মর রাগ করিস কেন;

আমি বল্লেম, তুই যে বেশ করে মুকটি রাঙ্গা করে বেরিয়েছিস, আমাদেরই দেখে কেমন হচ্চে? পুরুষদের তো হতেই পারে।

রাই। আহা কি রসিকতাই শিখে চো? (হাত নাড়িয়া) বাহবা রসের ত্যালাকুচো।

জ্ঞান। কেঁদে মলো কাল ছুঁচো।

সুখ। (জ্ঞানদার প্রতি) তুই যে দাশুরায়ের বাবা হলি? নাপ্তে বউ, ভাই জ্ঞানদার উপর চাপান দিয়ে এই সময় একটা রসের গান গাতো।

রাই। গীতারম্ভ। রাগিণী বাহার—তাল আড়খেমটা।

প্রাণ বাঁচেনা প্রাণপতি বিনে।
বড় জ্বালাতন করেছে পোড়া মদনে।
পিকবর শ্রবণে হানে শূল;
ততোধিক জ্বালায় অলিকুল,
আমি অবলা সরলা নারী,
নারী ধৈর্য্য ধরিতে মনে॥

গোলাপ। হ্যালা নাপ্তে বউ, এমন গান তুই কোথায় শিকলি। যখন আমরা তোকে গান গাইতে বলি তখনি তুই নতুন গান গাস, তা কোথায় পিচলি ভাই। তোকে কে দেয়?

রাই। ভগবান দেন আর কোথায় পাব।

জ্ঞান। না লো তা নয়, ওর এখন চলতি খেলা, তা গান শিখবার ভাবনা কি?

গোলাপী। সে দিন যে গানটা গেয়েছিস, সেই টে একবার গা আমি শিখবো।

রাই। কোনটা।

গোলা। সেই যে লো সেই টে? করে জ্বালাতন বারভুতে।

রাই। তা শোন।

রাগিণী কালাংড়া—তাল জলদ একতালা।

করে জ্বালাতন বার ভুতে।
রজনীতে না পাই শুতে।
যত সব অলপেয়ে তারা আমার মাথা খেয়ে
যায় ঘর খালি পেয়ে;
কত বলে ছলে কলে,
আমি পারিনে কথা এড়াতে ॥

গোলা। বা! বেস বেস!

জ্ঞান। সুখ, চল ভাই বাড়ী যাই, অনেকক্ষণ এসেছি, মা হয় তো বকে ফাটিয়ে দেবে' আর দেরি করা হবেনা।

সুখ। দাঁড়ানা ভাই, এত তাড়া তাড়িই কি? দুট না হয় বোক্‌বে, আর তো কিছু নয়॥

জ্ঞান। না ভাই বাড়ীতে দাদা আছেন, তিনি বড় রাগী, সেই বাঘের মত রাঙ্গা চক্ষু দেখ্‌লেই চক্ষু স্থির হয়।

সুখ। তোকে আর গিলে খাবেনা, ভয় নেই।

রাই। একটা নূতন কথা শুনেছো রায়েদের সেই কানা মেয়েটির বিয়ে হবে, সে দিন ঘটক এসেছিল।

গোলা। সে এই কতক্ষণ আমাদের বাড়ী এসেছিল; আহা এমন জান্‌লে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত্তেম।

জ্ঞান। ঘটক এলেই যদি বিয়ে হয়, তা হলে ভাবনা কি?

সুখ। পোড়া কপাল আর কি? সে কানা মেয়েকে আবার কে বিয়ে কর্‌বে?

রাই। টাকা হলে, আর বিয়ের ভাবনা কি? টাকাতে কিনা হচ্ছে?

জ্ঞান। তা ভাই মিচে নয়। কুলীনের তো দশ বারটা বিয়ে করে টাকার লোভে তারাই কর্‌বে? যেমন বোঝার উপর শাকের আঁটি। তবে নিয়ে ঘর করে কিনা বলা যায়না।

আহা! বিয়েটী হয় তো ভাল হয়, মেয়েও অনেক বড় হয়েছে? (রাইমণির প্রতি) তুই কিছু পাবি লো।

সুখ। বেলাও গেল, চল—ভাই তাল পুকুরে কাপড় কেচে বাড়ী যাই। নাতেস্ত বউ সঙ্গে চল্।

রাই। চলো, আমারও আজ কাযান টামান নাই।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কামিনী ও সুরঙ্গিনীর প্রবেশ।

সুর। হঁ্যা ভাই সই, তুই যে সেদিন বলেছিলি আমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, তা কই বল্লিনে।

কামি। বলবো।

সুর। কবে বল্‌বি। এখনি বল, না শুনলে মন কেমন করে।

কামি। বল্‌বো বটে কিন্তু বড় লজ্জা করে।

সুর। আমার কাছে আবার লজ্জা কি? তোর স্বামীর কথা, তা বল্‌না।

কামি। না ভাই বউ শুন্‌লে এখনি দাদার কাছে গল্প কর্‌বে।

সুর। আমি না বল্লে কেমন করে শুনবে?

কামি। আমার মাথা খাস্ কাউকে বল্‌বিনে?

সুর। না বলবো না।

কামি। দেখ ভাই, সে দিন আমার স্বামী এসেছিল; তা প্রথম দিন তো আমি কথা কইলেম না, তার পর দিন আমাকে কথা কয়াবার জন্যে কত চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো, তবু ভাই আমার কেমন লজ্জা হলো, কথা কইলেম না।

সুর। আহা! তবে তো তুই তারে বড় দুঃখ দিইচিস্ ভাই! আচ্ছা তারপর।

কামি। তার পর দিন দুকুর বেলা আমি একলাটী ওপর কার ঘরে জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে আছি, আর খিড়িকীর পুকুরে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েচে, একটা ভ্রমর তারই উপর বস্‌বে বলে উড়চে কিন্তু বাতাসে ফুল নড়চে বলে, বস্‌তে পাচ্চে না, তাই দেখ্‌চি; এমন সময় কোথা হতে এসে ঘরের দোরটী দিয়ে বিছানায় বস্‌লো, তার পর আমাকে ডাক্‌লে, আমি কোন কথা কইলেম না. তাতে ভাই স্ত্রী লোকের উপর খেদ করে এই কবিতাটী বল্লে।

আনন্দ অন্তরে কত করিলাম আশা।
বিফল হইল মোর বৃথা হলো আসা।
সাধিলে না কথা কয় একি যাতনা।
কি আছে অধিক ধিক হইতে লাঞ্ছনা।
জানিলাম ভাল মতে রমণীর মন।
নির্জ্জনে গড়েছে বিধি সরল যেমন॥

রাগিণী পিলু—তাল ঢিমে তেতালা।

প্রিয়ে রমণীর মন জানি সরল যেমন।
অন্তরে গরল মুখে অমীয় বচন।
যে জন যোগায় আনি বিচিত্র ভূষণ,
রাখিতে আদরে তারে করে লো যতন।
ধনহীন হয় যদি পতি রত্ন ধন,
সতত কুবাক্য শর করে বরিষণ॥

সুর। তা তুই কি বল্লি।

কামি। আমি কিছু বলতেম না, কিন্তু আমাদের যে নিন্দে কর্‌তে লাগ্‌লো তা আর না বলে থাক্‌তে পারলেম না, বল্লেম।

রমণী কঠিন বল শশুর তনয়।
পুরুষের মত কিন্তু রমণী তো নয়॥

সুর। বা! বেশ তার পর কি হলো।

কামি। তারপর এইটি বল্লে!

যার কাছে আসা যদি সে করে আদর।
তবে তো তাহার হয় অতি সমাদর॥
কিন্তু যদি করে ধনি তারে অযতন।
অবশ্য তাহার দেখি বিফল জীবন॥
আছি তব পাশে, আছ অন্য দিকে চেয়ে।
কি আছে বললো প্রিয়ে দুঃখ এর চেয়ে॥
তাই বলি বিধুমুখি রমণী নির্দ্দয়।
পাষাণে নির্ম্মিত বড় কঠিন হৃদয়॥

সুর। তা তুই কি বলি।

কামি। আমি বল্লাম।

বিশদ রমণী মন স্বভাব উদার।
পুরুষের মত নয় ধুর্ত্ত ব্যবহার॥
বিনা দোষে রঘুবর আপনার সীতে॥
ছলে অনুমতি দেন বনে প্রবেশিতে॥
আর দেখ নল যায় দময়ন্তী সতী।
একাকিনী ত্যজি বনে গেল সে ভূপতি।
এই রূপ পুরুষের জানি আচরণ।
কেন তবে মিছে আর বল অকারণ॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

ওহে, বিনা দোষে দোষ তব উচিত না হয়।
অবলা সরলা বালা শুন রসময়।
রমণীর শিরোমণি, পতিরত্ন ধনে ধনী,
সে ধনী কখন পতি করে অযতন;

কোথায় শুনেছ হেন দারুণ বচন।
পুরুষের মত নারী কদাচিত নয়।

তারপর সে ভাই এইটী বল্লে।

তার সাক্ষী হের লো সজনি সরোবরে।
গরবিনী কমলিনী হয়েছে অন্তরে।
গুণ গুণ রবে ভৃঙ্গ করিছে বিনয়।
বসিতে বাসনা অতি প্রফুল্ল হৃদয়॥
দেখ অরবিন্দু মুখি কিবা আচরণ।
নিদয়া হইয়ে নাথে করিছে বারণ।

সুর। তা এর কি উত্তর দিলি।

কামি। আমি বল্লেম।

তা নয় তা নয় নাথ তা নয় তা নয়।
অলি প্রতি কমলিনী হয় নি নিদয়॥
মকরন্দ দানে নাহি করিছে বারণ।
শুন ওহে প্রাণকান্ত ইহার কারণ॥
মুকুল বলিয়া তাই সভয় অন্তরে।
আজ নয় আজ নয় বসিছে ভ্রমরে॥

সুর। তুই তো ভাই বেশ উত্তর দিইচিস? তা সে কি বল্লে?

কামি। বল্‌বে কি? হাসতে লাগলো, তার পর রাত্রে কত গল্প হলো, আমি তোর কথা তাকে বল্লেম, তা তোর সঙ্গে দেখা হলো না বলে কত দুঃখ কর্‌তে লাগ্‌লো!

(উভয়ের হাস্য)

সরমা। কি লো তোদের মুখে যে হাসি ধরে না দেখ্‌চি। অতো হাসিসনে দাঁতে মশা ধরবে। সুর ঠাকুরঝি, এখানে বসে রইচিস্‌ তোকে যে ডাকছিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রিয়নাথের শয়ন মন্দির।

(সরমার প্রবেশ)

প্রিয়। এতক্ষণ কি কাযে ব্যস্ত ছিলে? আমি যে তোমাকে ইসারা কোরে ডেকে এলেম, তা বুঝি কেয়ার হলো না। না আছে একটা পান, না আছে একটু জল, আমি তির্থের কাকের মত হা করে বসে আছি। (সক্রোধে) নাঃ আমার কিছুতেই কায নাই, আমি চল্লাম। (গমনোদ্দত।)

সর। (হস্ত ধারণ করিয়া) মাথা খাও বসো, আগে আমার কথা শোন, তার পর আমার উপর রাগ করো। ঠাকরুণ আজ সোমবার করবেন তাই আমাকে ডাল বেটে, চাল গুলো ধুয়ে দিতে বল্লেন। তিনি এখন পূজা করতে গেলেন, তা সে সকল উদ্যোগ না করে দিয়ে কেমন করে আমি, আসি; আর এলেই বা তিনি মনে করবেন কি? তাতে আবার বেলাটা গিয়েছে বল্লেই হয়।

প্রিয়। কেন, তাঁর বুঝি আর সোমবার করবার দিন ছিলনা? কাল করলেই তো হতো।

সর। অন্য বারে কি সোমবার করা হয়?

প্রিয়। না হয় না, করলেই হয়। আজ আমার একটা বিশেষ কায আছে, তা দিন বুঝে তাঁরও সোমবার পড়েছে।

সর। এই জল খাও, পান খাও (জল ও পান দিয়া) আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করবো, বলবে?

প্রিয়। বলবো, কি কথা?

সর। এমন কিছু নয়, বলি কর্ত্তা আজ তোমায় অতো বোক্‌ছিলেন কেন?

প্রিয়। কর্ত্তার কথা কেন কও? উনি সকল কে না বোকে থাকতে পারেন না, কেবল বোক্‌লে ঝকলেই থাকেন ভাল? আমি ওঁর উপযুক্ত সন্তান, যদিও একটা বিষয়ে অবিবেচনা করে বকেন্, তাতে আমি কোন কথাটিও কই না, এবং আমার কয়াও উচিত নয়, সুতরাং খানিকক্ষণ চোরের মত চুপ করে বোকুনি খেয়ে চলে এলেম।

সর। তা বেস করেচো! কিন্তু মিছি মিছি এত বকবার কারণ কি?

প্রিয়। কারণ আর ছাই। ওঁর ইচ্ছে যে সারা দিন আমি ওঁর কাছে বসে থাকি, আর হরিনামের মালা ফেরান দেখি। এমন করে কি মানুষে থাকতে পারে? উনি সকল সুখে বঞ্চিৎ হয়েছেন, উনি পারেন। আমাদের কি পোষায়? আমরা এখন হলো দু দণ্ড খেলা ধুলো কল্লেম, কি চার দণ্ড লাইব্রেরীতে কেতাব পত্র দেখলেম, কি সমবয়স্কদের সঙ্গে একটু অমোদ প্রমোদ কল্লেম, তাতে ওঁর ক্ষতি কি? ওঁর অত্যন্ত অবিবেচনা, আমি সে জন্য অতিশয় দুঃখিত হয়েছি। কেননা যখনকার যা; আমিও যখন বৃদ্ধ হবো তখন মালা এক গাছ ছেড়ে দুই গাছা দুই হাতে করে ওঁর মত ঘরে চুপ করে বসে থাকুবো।

সর। ও কথা কি বলতে আছে? কেন তিনি তোমাকে যখন বৈঠকখানা তৈয়ার করে দিয়েছেন, তুমি অনাসে পাঁচ জন লোক এনে খেলা কর আহ্লাদ কর, তাতে তো উনি রাগ করেন না, বরং আবো সুখী হন। সে দিন গিন্নির সাক্ষাতে বল্‌ছিলেন যে এমন বৈঠকখানা তৈয়ার করে দিলেম তা এক দিনও বস্‌তে দেখলেম না, কেবল লোকের

দোর দোর করে বেড়াবে। আর কতদুঃখ করতে লাগ্‌লেন।

প্রিয়। দেখ আমি অনায়াসে দশজন বন্ধু এনে বৈঠক খানায় বসে আমোদ প্রমোদ কর্‌তে পারি, কিন্তু ওঁর স্বভাব ভাল নয় সকলকেই বকেন, ঝকেন, কোন দিন তাদের কাউকে কিছু বলবেন, তারা সব ভদ্র লোকের ছেলে, সহ্য করবে কেন? এজন্যই আনিনে।

সর। তুমি অমন কথা মুখে এন না! আমার শ্বশুরের মত স্বভাব কি আর কারুর হবে? তাঁকে সদাশিব বল্লেই হয়, তুমি তাঁর সন্তান হয়ে নিন্দা কর এ বড় আশ্চর্য্য!

প্রিয়। উচিত কথা সকলকেই বলা যায়।

সর। তা বলে গুরু জনের নিন্দা করতে নাই। "গুরু নিন্দা অধোগতিঃ" বিশেষতঃ পিতা মাতার কথা না শোনা যে কতদূর অন্যায়, তা বলা যায় না; যা হোক তুমি কখনই কর্ত্তার কথা অমান্য কোরনা, আর তাঁর অবাধ্য হয়োনা। তিনি যা বলেন তাই কোরো।

প্রিয়। ক্ষমা দেও বাবা, (করযোড়ে) আমার ঘাট হয়েছে, বলেই ঝক্‌মারি করেছি।

সর। আহা! কি কথারশ্রী, যেন মধু মাখান। ভাল বল্লেই মন্দ হয়। কেন, আমি কি অন্যায় বলেছি: একেবারে যে আমাকে খেতে এলে?

প্রিয়। যা বলেছ বেস হয়েছে, আর কায নাই, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষান্ত হও আর নথ নেড়ে উপদেশ দিতে হবে না; আমি তোমার লেকচার শুনে বড় সন্তুষ্ট হয়েছি, আমার মন অন্ধকার হতে আলোয় এসেছে, এখন একটু চুপ কর আমি নিদ্রা যাই। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া) ও হো হো! নিদ্রা যাওয়া হবেনা: আজ যে রজনী ও গোপালের আস্‌বার কথা আছে।

প্রিয়ে গোটা কতক পান তৈয়ার কর তো? তারা এখনি আস্‌বে? (একখানি পুস্তক খুলিয়া পাঠ)

"In works of labour or of skill,"
I would be busy too;
For, mischief is not wanting still
For Idle hands to do.
In books or works, or healthful play.
Let my first years be past
That I may give from every day
Some good account at last."

কই পান সাজ্‌লে না।

সর। তুমি আমার সঙ্গে কথা কোয়ো না; আমি পান সাজ্‌তে পার্‌ব না।

প্রিয়। হুঁ এই যে পান না সেজে রাধিকা সেজেছ? পান না করে মান করেছ? এখন নিজে পান করি, কি পায় ধরি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) যা হোক্ শ্রীকৃষ্ণ তো চিরকাল বাঁশ চোং মেয়ে মানুষের পায় ধরে এসেছে, আজ আমিই একবার পরক করে দেখি। (স্বগত) তবে দূতী হবে কে? তাই তো? ভাল আমিই কেন হই না। (সরলার প্রতি) বলি শ্রীমতী রাধে—এ-এ? (ভঙ্গিমা দ্বারা) আর মান করিস নে রাই। এমান রবেনা যাঁ; মানের গোড়ায় ছাই দে, এ না হয় ও চলামাটি দে গো-ও-ও; ও রাই কমলিনী-ই-ই। (চরণধারণ)

সর। মরণ আর কি? আবার পায়ে হাত দিয়ে আমার মাথাটা খেলে?

প্রিয়। আঃ! রাম বল! বাঁচলাম, শ্রীকৃষ্ণের মত দুঃখ পেতে হয় নি, এক কথায় কাম্ হাসিল করেছি। তা প্রেয়সী আমার বুদ্ধিমতী, বিশেষ উত্তম লেখা পড়া শিখেছেন; কিন্তু ভাই

সত্যভামার মত মান কাড়ালেই গিয়েছিলেম।

সর। না খেয়েই এই না জানি খেয়ে কত কাণ্ডই কর।

প্রিয়। আজ তোমাকে দেখাব।

সর। আর আমাকে দেখাতে হবেনা, আমি এই দেখেই অবাক হইচি, আমার আত্মা পুরুষ সুখ্‌য়ে গেছ। তুমি একেবারে বয়ে গেছ তা জানিনে? (স্বগত) হায়! আমি এমন স্বামী লয়ে কেমন করে সুখে কালযাপন কর্‌বো? যে আপন পিতা মাতাকে অশ্রদ্ধা করে, তার কখনই ভাল হয়না। আমাকে যে ঘৃণা কর্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি? তা শ্বশুর যত দিন আছেন ততো দিন কোন কষ্ট নাই, কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে দুঃখের সীমা থাক্‌বেনা।

প্রিয়। কই পান সাজ্‌লিনে?

সর। যেবা তোমার মুখের বাণি বল তো নাদা ভেঙ্গে গুড় আনি।

প্রিয়। (স্বগত) এর অর্থতো কিছুই বুঝ্‌তে পারলেম না। (প্রকাশে) প্রিয়ে! এর অর্থটি কি আমাকে বল্‌তে হবে।

সর। আমি জানিনে। আমাকে আর জ্বালাতন করোনা।

প্রিয়। দোহাই তোমার, আমার মাথা খাও বল্‌তে হবে?

সর। কি আপদেই পড়িচি? এর অর্থ আর কি? এক জন মোড়ল আকের খেত করেছিল, তার একটি চক্ষু কানা; অন্য এক জন তার নিকটে গিয়ে বল্লে, ওরে কানা মোড়ল দু গাছ আক দিতে পারিস, তা সেই মোড়ল উত্তর দিলে "যেবা তোমার মুখের বাণি বল তো নাদা ভেঙ্গে গুড় আনি"। এখন বুঝ্‌লে এ আর কে না জানে?

প্রিয়। হা হা হা! মাইরি কোন শালা জান্‌তো? এই তোমার মুখে নূতন শিখ্‌লাম।

সর। আচ্ছা, বিধাতা কি ভাল কথা কইতে নিষেধ করেচেন? না ভাল কথা বল্লে আমি পান সেজে দিইনে?

প্রিয়। দেখ প্রেয়সি! আমি কি ভাল কথা জানিনে? না কইনে? কই কখন কি আমি তোমাকে আদ্‌খানি মন্দ কথা বলেচি? আচ্ছা তুমিই বল দেখি? তোমাকে তো আমি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি। তুমিই তো অগ্রে আমায় তেলে বেগুনে জ্বালি্‌য়ে দিলে তাই আমি পাঁচ কথা বল্লেম?

সর। আমি আবার জ্বালালেম কিসে? আমি আরো ভাল কথাই বল্লেম, তুমি যে হিতে বিপরিত কর্‌বে তা কে জানে? লোকের যখন দুর্বুদ্ধি ঘটে তখন আর হিতাহিত ভাল মন্দ কিছুই জ্ঞান থাকে না।

প্রিয়। আবার গিন্নিপোনা আরাম্ভ কর্‌লে? আ! কি আপদ? মেয়ে মানুষের কাছে থাকাই নয়? সব সহ্য হয় কিন্তু মেয়ে মানুষের জ্যাঠামি সহ্য হয় না।

সর। মেয়ে মানুষ বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছে? কেন, এতই হ্যাঁচকারা?

প্রিয়। অবশ্য একশো বার; কারণ পিতা আমাকে অকারণ তিরস্কার কল্লেন, শুনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ হলো, সেই দুঃখের সাম্য হবে বলে তোমাকে এসে বল্লেম; তুমি কোথায় আমার দুঃখে দুঃখিত হবে, তা না হয়ে সম্পূর্ণ বিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালে, পিতার পক্ষে সাপক্ষ হলে তুমি তো একটি কথাও আমার স্ত্রী হয়ে বল্লেনা? যেন বাবার স্ত্রী হয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে সুতরাং “রাগ চণ্ডাল,” আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হতে লাগলো, তাই ইতর ভাষা ব্যবহার কল্লেম।

সর। তোমার মুখে আগুণ, গলায় দড়ি; তোমার কি জ্ঞান শূন্য হয়েছে? কাকে কি বল্‌তে হয় তা জান না? ধিক জীবন! আবার মুখ টিপে ২ হাঁসচো?

প্রিয়। (হাস্য করিতে ২) ওটা তামাসা করে বলেচি।

সর। এই বুঝি তোমার তামাসা? এ তোমার মতিচ্ছন্ন। (স্বগত)

হা অদৃষ্ট! কত অধর্ম্মই করেছিলাম তাই এমন স্বামীর হাতে পড়েছি। হায়! কত শত কুলকামিনী গণ ও আমার মত কষ্টে দিনপাত করে; কেহ বা এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পেরে জীবনে অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, কেহ বা বার বনিতা বেশ অবলম্বন করে, এ দারুণ যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পায়। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিলে দশ দিন তাঁদের কাছে গমন করে ও সুখী হতেম, তা ভগবান সে সুখেও বঞ্চিত করে-ছেন। (রোদন)

প্রিয়। প্রেয়সী! ক্ষান্ত হও; (হস্ত ধারণ করিয়া) আমার ঘাট হয়েছে তুমি আর কেঁদনা রাগের মাথায় একটা কথা বের্‌য়ে গেছে তার আর উপায় কি? মা এখন শুনিলে বোক্‌বেন। চুপ কর, তোমার ক্রন্দন শুনে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হচ্চে?

সর। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌তে হবে না, আমি বুঝেছি আমার অদৃষ্টে অপমৃত্যুই আছে?

প্রিয়। ছি ও কথা বলোনা? যা হবার এক দফা হয়ে গেল, আর সে কথায় কাজ নাই। আমি এই নাকে খৎ দিচ্চি কোন্ চণ্ডাল আর তোমার কাছে বেলকুমি কর্‌বে? (নাকে খত দেওন)

সর। (পান সাজিতে ২) তুমি যদি তেমন মেয়ের কানায় পড়্‌তে তা হলে জান্‌তে পার্‌তে যে কিসে কি হয়।

প্রিয়! তা ঠিক্‌কথা, আমি অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় কায করেছি, তা সে জন্য আমাকে ক্ষমা কর।

[বৈদ্য নাথের প্রবেশ।

বদে। দাদা বাবু! বাইরে আপনাকে ডাকচে? দুটি বাবু এসেছে।

প্রিয়। আচ্ছা, যাচ্চি, তুই তাঁদের এক ছিলিম তামাক দিগে যা।

(প্রস্থান

বদে। আজ্ঞা তাদের তামাক দে এসেছি।

প্রিয়। প্রেয়সি! পান সাজা হলো কি?

সর। হ্যাঁ হয়েচে, এই ন্যাও।

প্রিয়। দেখ প্রিয়ে! মনে কিছু করোনা, আমি না বুঝে বিনা দোষে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি; অতএব সে জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আর বল যে এ সকল কথা মার সমক্ষে বলবে না।

সর। আমি কি তোমার অবাধ্য হতে পারি? তা আমি কাউকে বলবো না।

প্রিয়। তবে আমি এক্ষণে আসি?

সর। এসো, বড় বিলম্ব করো না।

প্রিয় না, শীঘ্রই আসবো।

বাহির বাটী

গোপাল ও রজনী উপস্থিত

প্রিয়র প্রবেশ।

গোপা। কিহে? আর বেরুতে চাওনা যে? মেগের সঙ্গে ইয়ারকি মাচ্ছিলে?

প্রিয়। এসো ভাই, (সেকেণ্ড করিয়া) বসো; আমি কেবল তোমাদের অপেক্ষায় রইচি; এই পান খাও। বদে আর এক ছিলিম তামাক দে?

রজনী। তা বুঝ্‌তেই পেরেছি, আমরা এসে জিজ্ঞাসা করলেম, তা বদে বল্লে দাদা বাবু উপরে শুয়ে আছেন। তুই যে একেবারে খারাপ হয়ে গেলি দেখ্‌তে পাই, দিবসে ও মাগ্‌ নিয়ে পড়ে থাক্‌বি?

গোপা। রজনি! তুমি ও কথা বলোনা; তবে কি দিবা বিহারটা একেবারে লোপ হবে হে;

রজনী। ঠিক্‌ ঠিক্‌ বেস বলেচো থংয়াকইউ। নে মিছে আর আলাস নে ওখানে কর্ত্তা আছেন।

গোপা। তবে বিদ্যাসুন্দর খানা গঙ্গার জলে ফেলে দেও, কিনেছ কি জন্যে।

প্রিয়। এখানে গোল করো না, বাবা শুনতে পাবেন। চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তালপুকুর কামিনী ও সুরঙ্গিনীর উপস্থিত
জ্ঞানদা গোলাপী সুখদা ও রাইমণি
নাপতেনীর প্রবেশ।

সুর। কিলো তোরা আজ কোথায় ছিলি? একটু খেলা করবো বলে, তোদের যে কতো খুঁজেচি, তা আর বলতে পারি নে।

জ্ঞান। তুমি যত খুঁজেচ তা মা গঙ্গাই জানেন।

কামিনী। কেও নাপ্তে বউ যে? কারু ঘাট কামান আছে নাকি?

রাই মণি। অবাক, বিকেল বেলা বুঝি ঘাট কামান থাকে? স্বপন দেখচো?

কামি। তা কি জানি ভাই, ঘাটের ধারে তোকে দেখলে যেন উই মনে হয়।

রাই। আমার দুঃখের কথা আর বলো না, এক দণ্ডও অবকাশ নাই, মেয়ে পুরুষে আমাকে জ্বালাতন করে মাল্লে? মরণটা হয় তো বাঁচি? আজকে গোলাপদের বাড়ী গিয়েছিলাম তা সকলে আমাকে যেন খেয়ে ফেল্লে? আবার এখানেও ধরে নিয়ে এলো।

সুর। তা নিচে নয়? (সকলের প্রতি) তোমরা ওকে ভাই কেন নিয়ে এলে? ওর কত কায খেতি হবে।

সুখ। না লো, ওর আজ কামান টামান নেই, তাই বল্লেম, যে আমাদের সঙ্গে আয়, তাল পুকুরের পাড় দিয়ে বাড়ী যাস। ওকেকি সাধে সঙ্গে করে আনি? ও লোকটি কেমন? ওর একটি

গান শুনলে কত পুরুষের মন ঘুরে যায়। ওকে কি এক দণ্ড ছাড়্‌তে ইচ্ছে করে?

সুর। তা মিচে নয়? ও ভাই কেমন খাসা ২ গান জানে। (রাই মণির প্রতি) হ্যাঁ ভাই নাপ্তে বউ, তোর তো আজ কামান টামান নেই, তা রাগ কচ্চিস কেন?

রাই। না রাগ করিনি, এই কথার কথা বল্লেম. তোমাদের কাছে কি রাগ করলে চলে?

সুর। তবে ভাই একটি গান কর শুনি।

রাই। না বেশ, শুনলে সাড়া তো নিলে পাড়া; তোমাদের পায়ে পড়ি আমি ভাই এখানে গান কর্‌তে পারবো না। তা ভালই বল আর মন্দই বল।

সুর। কেন এখানে আর কে আছে; পুরুষরা কেউ এখানে আসে না; তার আর ভয় কি।

সুখ। হ্যাঁলা নাপ্তে বউ তেলিদের বউ নাকি কার সঙ্গে ধরা পড়েচে?

রাই। এম্নি তো গুজোব শুন্তে পাই। তা ভগবান্ জানেন।

সুর। হ্যাঁ লা কার সঙ্গে?

রাই। তারই দ্যাওরের সঙ্গে।

সুর। মা গো, শুনে যেন গাটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো? ধন্নি মেয়ে কিন্তু? তার ভাতার মরেচে এখনো মাস যায়্‌নি, এরি মধ্যে পোড়া কপাল টা পোড়ালে?

রাই। মিচে নয়, লোকে কেমন করে ভাতার করে? একটু কি লজ্জা হয় না? আমি ভাই এক দিন আমার ভাশুরের হাতে পড়েছিলাম তা সেই অবধি আর লজ্জায় বাঁচিনে?

সকলের হাস্য।

(রাইমণির বেগে প্রস্থান)

সুখ। দেখ ভাই এই সময়টি কেমন উত্তম, সারা দিনের পর এখন যেন একটু মন প্রফুল্ল হয়।

সুর। সই ... দেখ দেখ আহা মরি কত শোভা ধরে,
(কবিগণ যাকে অতি মনের হরিষে
শত গুণে বিভূষিত করিয়া সজ্জনে
রঞ্জন সহজে মন করে) কমলিনী।—
কত আনন্দে আদরে, দুলিছে হিল্লোলে
কিবা নাচিতেছে তালে। মধুকর যার
চারিদিকে করিতেছে গুণ গুণ রবে
সুমধুর গান ; হেথা হেরি দিনমণি,
অস্তাচলে চলে অতি বিরস বদনে
নাথের গমন দেখি অনাথিনী প্রায়
কাতরে কহিছে অতি বিষাদিনী হয়ে,
ত্যজিয়ে দাসীরে নাথ! যেওনা যেওনা।

কামি। বাঃ! আর একটি বল ভাই শুনি।

গোপা। তোমরা ভাই দুজনে বেস লেখা পড়া শিখেছ, আমি এখনো বোধোদয় খানা সার্‌তে পার্‌লেম না।

সুখ। ওলো চল্‌ বাড়ী যাবিনে?

গোলা। এখনো সন্ধ্যা হয় নি, তা তাড়াতাড়ি কি!

সুর। সই, আর একটি বলি শোন—
অস্ত গেল দিনমণি, কমলিনী পতি।
তিমিরে ডুবায়ে ধরা ধীরে ধীরে অতি॥
নাথের বিচ্ছেদে ধনি, অনাথিনী প্রায়।
বিষাদে ভাসিছে অঙ্গ, না হেরি উপায়॥
কুমুদিনী নাথে দেখি, যেন আচম্বিত।
চেয়ে দেখ দেখ সই, হতেছে মুদিত॥
প্রান্তর হইতে গৃহে, যাইছে গো কুল।

৬

অম্বরেতে ঊর্দ্ধমুখে, হইয়া ব্যাকুল॥
ছাড়িয়া এসেছে নব শিশুগণ ঘরে।
তাই এত ব্যস্ত হয়ে, যাইছে সত্বরে॥
করি রব দ্বিজ সব, আপন কুলায়।
শাবকে যতনে অতি, হৃদয়ে লুকায়॥
কলরব পরিহরি, করিয়া শয়ন।
করিছে সুখেতে, তারা মুদিত নয়ন॥
হেথায় তিমির রিপু, হেরি কুমুদিনী।
পতি সমাগমে অতি প্রফুল্লিতা ধনী॥
কর প্রসারিয়া নাথে আলিঙ্গন করে।
মধুর ভাষিনী হাসে, না ধরে অধরে॥
নির্জ্জনে বসিয়া কত শত যোগী জন।
বিশুদ্ধ মনেতে যাঁর করে আরাধন॥
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁর আছে করতলে
পবন সমান প্রাণ বহে যাঁর বলে॥
রবি শশী দিবা নিশি গগণে উদিত।
ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলে নিয়মিত।
এই তো সময় তাঁর করিতে সাধন।
এক মনে ভাব সেই, জীবের জীবন॥

গোলা। আহা। এই সকল শুন্‌লে, আর বাড়ী ঘর কিছুই মনে থাকে না। আমাদের অদৃষ্টে আর হবেনা। এত চেষ্টা করি, তবু ছাই শিখ্‌তে পারিনে।

সুর। তা একেবারেই কি হয়? ক্রমে২ শিখ্‌তে পার্‌বি। আমি কেবল আমার স্বামীর যত্নেই যা কিছু শিখেছি। চল ভাই সকলে বাড়ী যাই, আজ এই পর্য্যন্ত বেঁচে থাকি তো কাল দেখা হবে।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মনমোহন বাবুর বৈটকখানা।

প্রিয়, গোপাল ও রজনী বাবুর প্রবেশ।

মন। এস হে! তোমরা না এলে আমি যে কি অসুখে থাকি তা আর বলতে পারিনে? রজনী বাবুর শারিরীক অসুখ হয়েছিল না?

রজনী। এমন কিছু হয় নি, তবে ভাই তোমার এখানে আসতে পারি নি সেই মহা অসুখ।

মন। গোপাল বাবু নাকি কর্ম্মে রিজাইন দিয়েছ?

গোপা। হ্যাঁ, রিজাইন দেওয়াই বটে।

মন। কেন! হটাৎ রিজাইন দিবার কারণ কি?

গোপা। এক বেটা সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেছি, সে বেটা দুবেলা এসে খিট্ খিট্ করতো, তাই ছেড়ে দিয়েম।

মন। তা বেশ করেছ, রেলওয়ে লাইনে শুনেছি কিছুমাত্র বিচার নাই, আর সকল বেটাই ফিরিঙ্গি।

প্রিয়! নে, আর তোর জ্যাটামি দেখে বাঁচিনে? তুই যে দিন দিন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়লি? কেবল গণেশ দাদার মত উদর বৃদ্ধি করচিস? এর পর যেন ঘর হতে বাহির কারবার জন্য টানা টানি করতে হয় না?

মন! যা যা, পোড়া কপালে জ্বালাতন করিস্ নে?

গোপা। মনো, মেয়ে মানুষের মত বেশ গালাগালি শিখেছ।

প্রিয়। তা মিছে কি? পায়ের উপর পা দিয়ে বুড়ো দাদার মত বসেছিস্ এখন এক ছড়া হরি নামের মালা নে, আর এক খানা পিঁড়ে ঠেস্ দে বোস তা হলেই ঠিক হবে।

মন। কেন ভাই কি অপরাধ হয়েছে গোপাল বাবুকে কর্ম্মের

কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি বই তো নয়? এতে আর জ্যাটামি কি হলো?

প্রিয়। আমরা অতো পরিচয় দিতে আসি নি, যার জন্যে এসেছি তা নিয়ে আয়।

মন। তোর যে আর দেরি সয় না, আমি কি এম্নি নির্ব্বোধ যে, সে বিষয়েঃ কিছু স্থির না করে সুস্থির আছি? বস্ না চানা ভাজা আন্‌তে দিয়িচি।

প্রিয়। ভেরি গুড্? এদিকের যোগাড়টা কর?

মন। তা করাই আছে। গোপাল বাবু, ঐ সেল্প হতে বোতল ছুটা প্রিয়কে দেও; ওর প্রাণ বাঁচুক, মুখ দে নাল পড়্‌চে।

গোপা। মিচে নয়, এই নেও। (বোতল দান)

প্রিয়। গোপাল বাবু, তুমি মনোর কথায় সায় দিচ্চো? ওটা অরসিকের গাধা বোট। আমি কি ভাই সাধে বলি, শাস্ত্রে বলে! শুভস্য শীঘ্রং আর অশুভস্য কাল হরণং।

রজনী। ঠিক২ আর "বসন্তে ভ্রমণং পথ্য"।

মন। ওরে তোদের গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি? আগে একটু পেটে পড়ুক তার পর অমন করিস্।

প্রিয়। কেন বাবা রাম না হতে রামায়ণ হতে পার্‌লে আর এ হতে পারেনা? এতেই এত দোষ।

মন। আহা! ছেলের পেটে কি বিদ্যে? যেন গল্২ কর্‌চে।

চানা লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। এই এনেচি।

মন। টাট্‌কা তো?

ভৃত্য আজ্ঞা হ্যাঁ, এখন ও গরম আছে।

মন। আচ্ছা, তুই দরজার কপাট বন্ধ করে দে, যেন কেউ না আসে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

গোপা। প্রিয়! মনমোহন তোকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে বলে নিলে।

প্রিয়। আচ্ছা মনে রইল; এক মাঘে শীত পালায় না। আমিও সময় পেলে ছেড়ে কথা কব না।

রজনী। (বোতলের ছিপি খুলিয়া) এসো গোপাল বাবু! অগ্রে ব্রাহ্মণং দদ্যাৎ।

গোপ। যদি শূদ্র নবিদ্যতে। অতএব প্রিয়কেই অগ্রে দাও।

প্রিয়। আমি, তা দেও, আমারি প্রাণে সোক্। ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আছেই তো? (সকলের মদ্যপান)

রজনী। (এক গ্লাস মদ্য লইয়া) আহা! এই সুরা যে না খেয়েছে তার জীবনই বৃথা?

গোপা। তা ঠিক্, আর উইল্সনের খানা?

প্রিয়। আর বেশ্যার গালাগালি?

মন। বলিহারী যাই বাবা। আর অতো গোল করোনা, রাত্র হয়েছে।

প্রিয়। ওহে একটু রোজওয়াটর আনিয়ে দিতে পার? তোমাদের সঙ্গে বোকেং আমার মাথাটা ধরেচে।

মন। মেয়ে মানুষের নাম কর এখনি ছেড়ে দেবে?

গোপা। দেখ ভাই মেয়ে মানুষের নাম করতে একটা কথা মনে পড়লো। বাঞ্চৎ এমন খারাপ জাত আর নেই; তা—

রজনী। "কত গুণ জান মা কালী করালে"।

গোপা। গোল করোনা বাবা! হিতের কথা শোন যে জ্ঞানোদয় হবে; তা বাঞ্চৎ মেয়ে মানুষ ঠিক্ যেন কাল সর্প বিশেষ। দেখ্লেই মার্‌বে?

রজনী। আচ্ছা বাবা, মেয়ে মানুষকে যে নিন্দে কচ্চো? মেয়ে মানুষ না হলে শ্বশুর বাড়ী হয় না, তা জান? আর যখন শ্বশুর বাড়ী যাও তখন তাদের সঙ্গে আজ্ঞা প্রাজ্ঞে করে কথা কইতে হয়। অতএব মেয়ে মানুষের নিন্দা করা কোন মতে উচিত নয়।

মন। আচ্ছা মেয়ে মানুষ দেখ্‌লেই যে মার্‌বে বল্‌চো, তা সে যদি খুড়ী হয়।

গোপা। সে তো বাস্তু।

মন। ঠিক ঠিক্‌; বাস্তু সাপ মার্‌তে নেই। (মদ্যপান) দেখ রজনী? তুমি যে বলেছ মদ না খেলে জীবনই বৃথা, তা আমি লক্ষবার স্বীকার করি। কারণ বুদ্ধি যেন গ্লাসের তলায় বসে থাকে, একবার না খেলে, কিছুতেই খোলেনা। যেমন বৃক্ষের গোড়ায় জল না দিলে, সে বৃক্ষের তেজ ধরে না, তেম্নি বুদ্ধির গোড়ায় সুরা না পড়লে সে বুদ্ধির ও তেজ ধরে না, যেন ম্যাজ২ করতে থাকে। অথবা বুদ্ধি হয় এক রাঁড়ের চরকা। যেমন পাঁজটি বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে যত পাব দেয় ততো অনর্গল সুত বাহির হতে থাকে, সুরা পান করিলেও তদ্রুপ ক্রমাগত বুদ্ধি বাহির হতে থাকে। অতএব যিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞত স্বীকার করা কর্ত্তব্য

প্রিয়। বাহবা মনমোহন বাবু! বেড়ে লেক্‌চার দিচ্চো, ব্রেভো ব্রেভো! (করতালি) আমিও একটা দিতে পার্‌তাম কিন্ত বড় মাথাটা ধরেছে।

রজনী। প্রিয় বাবু! তোমার বউ নাকি উত্তম লেখা পড়া শিখেছে? তা তোর বউকে ভাই একবার দেখালিনে?

প্রিয়। সে জন্য আমি বড় দুঃখিত আছি; তা ভাই আর কিছু দিন চুপ করে থাক্‌; গ্রামের ওল্‌ডফুল কটা মরুক তা হইলে সস্ত্রীক এসে ইয়ারকি মারবো! তখন ভাল করে দেখিস এ পাপ কটা থাক্‌তে আর কিছুই হবেনা॥

রজনী। যথার্থই বটে? সাদা চকো মাঠে হেগো কবেটা বুড়ো না মলে আর নিস্তার নাই।

গোপা। তোমরা যা বল আর কও এমন মজ্‌লিসে মেয়ে মানুষ নাই, এ বড় আক্ষেপের বিষয়?

রজনী। ভাল বলেছো; ওহে মোন একটা মেয়ে মানুষ আনতে পার?

মন। 'বিয়ের বেলা কনে বলে হাগ্‌বো'; এখন রাত্রি দুই প্রহরের সময় মেয়ে মানুষ কোথায় পাব? এতক্ষণ কি মুখে গুও দিয়ে ছিলি? একটু অগ্রে বল্লিনে কেন?

গোপ। কেন তোমার বাড়ী হতে হাওলাত করে আন্‌না, আবার ফেরত দিলেই হবে?

মন। আবার মাতলামি আরম্ভ কর্‌লি? কচু পোড়া খা?

গোপা। কোন শালা মাতলামি কচ্চে? না থাক্‌লেই হাওলাত বরাতে কার্য্য সার্‌তে হয়, তা কি মন্দ বলেছি? চল হে রজনী! আমরা বাড়ী যাই; আমাদের বাড়ীতে অনেক মেয়ে মানুষ আছে, মোনর মেয়ে মানুষে পেচ্ছাব করে দিই।

রজনী। (বোতল হস্তে ধারণ করত গীত)

রাগিনী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

তোমায় প্রণাম করি মা কালি করালে।
তুমি অধিষ্ঠান করেছ এই বোতলে।
নাহিক বুদ্ধির জোর বেটা গাঁজাখোর
ভ্যাবা গঙ্গাধর পড়ে পদতলে।
এই ভিক্ষা দেহ দান মনেতে রেখলো প্রাণ
না বলে মাতাল যত মাতালে॥

মন। বেস্‌ ২ তা ভাই অদ্য এই পর্য্যন্ত বেদব্যাসের বিশ্রাম হউক।

প্রিয়। রজনী! আমাকে একবার ধর্‌তে পার, আমি উঠি।

রজ। কেন, উঠ্‌তে পাচ্চিস নে? তবে অত খেলি কেন? আমরা হাজার খাই কিন্তু কখন বেঠিক হইনে? তা দেখ্‌লেই তো:

তোমাদের সঙ্গে সমান, (কেন) বরং দু চার গেলাস বেশি টেনেচি কিন্তু টুঁ শব্দটি ও করি নি।

প্রিয়। তোর কথা ছেড়ে দে। তোর মদেই জন্ম। তোর চৌদ্দ পুরুষ ঐ কায করে আসচে? আজ তো নূতন নয়? তোর বাপ কত পিপে পার করেচে তার আদ্যন্ত নাই। এখন ও তোদের বাড়ীতে পা দিলে নেশা হয়। অধিক শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

গো। মনমোহন! তবে আমরা চল্লাম, গুড বাই।

মন। অধিনীকে মনে রেখো।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুরঙ্গিনীর শয়নাগার।

কামিনীর প্রবেশ।

কামি। কি সই, কি কচ্চো? অমন কাঁদ২ মুখ খানি করে কি ভাবচো? সই, মা কি কিছু বলেচেন?

সুর। না ভাই, সে জন্য নয়; কাল্‌কে এক খানা চিটি এসেছে, তা ভাই সে যে দুঃখু করে লিখেছে, তাই পড়ে অবধি প্রাণ কেমন কচ্চে?

কামি। কোন ব্যাম হয় নি তো?

সুর। না তা কিছু নয়।

কামি। তবে আর কিসের ভাবনা? কই পত্র খানা দেখি? কি লিখেছে?

সুর। (বিছানার ভিতর হইতে পত্র লইয়া) এই ভাই শোন আমি পড়ি।

অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী সুরঙ্গিনী।

প্রিয়তমেষু।

শুন প্রাণ প্রিয়সই মনের মানস কই
তব পত্রাভাবে ভাবি কত ॥
হুহু করে সদা মন নাহি মানে নিবারণ
ভাসি দুঃখ নীরে অবিরত ॥
সতত বিরহানল হইয়ে অতি প্রবল
দিবানিশি করে জ্বালাতন।
মদনের পঞ্চশর করে তনু জর জর
যেন তারা প্রমত্ত বারণ ॥
প্রাণ সুঁপে তব করে এসেছি লো দেশান্তরে
দেহ মাত্র করিয়ে সম্বল।
দুঃখ কই বল কায় প্রাণ বিনে বল কায়
কত দিন রহিবে প্রবল ॥
ক্রমে হইবে মলিন পঞ্চভূতে হবে লীন
দিবানিশি ভেবে ভেবে মনে।
ভাবনা বিষম জ্বর দাহ করিছে অন্তর
তোমারে সে ত্যজিল কেমনে ॥
আহা মরি অসম্ভব কোথা ভাল বাসা তব
কোথা সেই সুমিষ্ট বচন।
তুমি সর্ব্বগুণাকর করিয়াছ মনান্তর
একেবারে বল কি কারণ ॥
জিনিয়ে ভ্রমরা তিথি সুন্দর বরণ অতি
সহাস্য বদন পরিপাটি।
কি শোভা তব দশন আহা মরি সুচিকণ
সাজায়ে রেখেছে দুই পাটি ॥

বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর মিসি শোভে তদুপর
নাহি সম সে নয়ন শার।
শুন লো মৃগ নয়নি গর্ব্বিনী হয়োনা ধনি
আছে তাই করি ব্যাখ্যা তার॥
ভাবিলে তোমার রূপ মন যে করে কি রূপ
বিশ্বরূপ জ্ঞাত সমুদয়।
কোমল মুখকমল হেরি অতি নিরমল
নবভাব আবির্ভাব হয়॥
বিকষিত কমলিনী কোথায় বল লো ধনি
লুকাইয়া রাখে পরিমলে।
গন্ধবহ সমীরণ ঘটক হয়ে তখন
বার্ত্তা দেয় যত অলিদলে॥
পিকগণ মধু আশে যায় কমলিনী বাসে
পুলকে পূর্ণিত অতিশয়।
গুণ গুণ গান করে রমণীর মন হরে
তাই সদা মনে ভয় করি॥
আমি তোমারি শ্রীঃ।

কামি। আহা! বড় আক্ষেপ করে লিখেচে; শুনে আমারি দুঃখ হচ্চে, তা তোর তো হতেই পারে? শেষে আবার একটু ঠেস্ করে লেখা হয়েচে; তা ভাই এর উত্তর একখানি বেশ করে লেখ্।

সুর। আমি লিখে রেখেছি, কেবল তোকে দেখাব বলে এখনও পাঠাই নি। ও বেলা মায়ের ঠেঁই দুটো পয়সা চেয়ে নিয়ে ডাক্ঘরে পাঠিয়ে দেবো।

কামি। কই কেমন লিখেচিস্ দেখি?

সুর। এই ভাই দেখ (পত্র দান) আমার হাতের লেখাটা আর ভাল হলোনা। নিত্যিই ভাই লিখি তবু তো হয় না?

কামি। ছলা না দিলে কি আপনি হয়? (পত্র গ্রহণ করতঃ পাঠ)

শ্রীযুত বাবু ... ...

হে জীবিতেশ্বর!

বহু দিন পরে তব পত্র নবঘন।
তৃষিত জীবনে আনি দিল সে জীবন॥
বিরলে করিয়া পাঠ ব্যাথা পাই মনে।
প্রকাশিতে নারি কিন্তু কাঁদি সঙ্গোপনে॥
হু হু করিতেছে তব মন অনিবার।
এ শুনে কি বাঁচেনাথ জীবন আমার॥
অবিরত ভাসিতেছ তুমি দুঃখ নীরে।
ভাসায়ে কি যাও নাই এই অধিনীরে॥
গিয়াছ বিদেশে প্রাণ দিয়ে মম করে।
তাই এত জ্বালাতন হতেছ অন্তরে॥
কিন্তু বিচারিয়ে দেখ ওহে প্রাণ ধন।
তুমি কি আমার প্রাণ করনি হরণ॥
যে অবধি পিতা মোরে করেছেন দান।
সে হতে তোমারে নাথ সঁপিয়াছি প্রাণ॥
প্রাণ দিয়ে লইয়াছ প্রাণ বিনিময়।
বিপরিত ভাব, ভাব কেন রসময়!॥
যে কষ্টে কাটিছ কাল শুন হে জীবন।
সকলিতা জানি কিন্তু বিধির লিখন॥
তব প্রাণ পেয়ে প্রাণ রেখেছি যতনে।
তাই লয়ে থাকি সদা আনন্দিত মনে॥
ভাবনা বিষম জ্বরে না দিই আশ্রয়।
কুটিল কন্দর্প চরে নাহি করি ভয়॥
অশন বসনে সুখ যে হেতু আমার।
কেমনে জানিবে তুমি কারণ ইহার॥
এই রূপে থাকি আমি না হেরি উপায়।

কি জানি তোমার প্রাণ পাছে ক্লেশ পায়॥
বিকসিত কমলিনী হেরে অলিকুল।
পরিমল লোভে ধায় হইয়া ব্যাকুল॥
কিন্তু বিচারিয়া নাথ দেখ মনে মনে।
এ অতি আশ্চর্য্য বল সম্ভবে কেমনে॥
নাহি হেরে শশধর গগণে উদয়।
কুমুদিনী কভু কি হে বিকসিত হয়॥
মুদিত দেখিয়া শেষে দুঃখিত অন্তরে।
পলাইয়া যায় তারা আপনার ঘরে॥
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে কিবা ক্ষতি তায়।
কুমুদিনী কলঙ্কিনী হলে বড় দায়॥
অতএব প্রাণকান্ত উতলা হয়োনা।
অভাব্য ভাবনা মনে ভেবনা ভেবনা॥
ধৈর্য্য ধর রাখ মম এই নিবেদন।
সময়ে উভয়ে পরে হবে সংমিলন॥
প্রেমাধিনী দাসী শ্রীমতি সু।

বাঃ! বেশ লেখা হয়েছে, তা এই খানা পাঠিয়ে দে।

সুর। তাই দেব। ওলো কে ভাই আসচে, পত্র খানা দে লুকিয়ে রাখি।

সুখদার প্রবেশ।

সুখ। কিলো তোরা এক্‌লা বসে কি কর্‌চিস্?

কামি। লোকে রাত কানাই হয়, তুই আবার দিন কানা হলি কবে?

সুখ। বালাই, আমি দিন কানা হতে গেলাম কেন?

কামি। তা মিছে কি? আমরা দুজনে বসে আছি, তুই কিনা বলি, তোরা একলা বসে কি কর্‌চিস।

সুর। মরুক! ভুলে একটা কথা বেরিয়ে গেছে তার আর কি হবে? সুখ, উঠে বোস্না ভাই, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

সুখ। হ্যাঁ বসি, (উপবেশন করিয়া) জ্ঞানদা এখানে আসবো বলেছিল তা কই আসেনি? এলে একটু খেলা কর্তাম। হ্যাঁ ভাই সে দিন যে নাপ্তেনী বল্লে গৌর বল্লভ রায়ের মেয়ের বিয়ে হবে, তার কি হলো।

কামি। বিয়ে হবে আমিও শুনেছি, সে দিন বাবা, বাড়ীর ভিতর খেতে এসে বল্‌ছিলেন, যে ঘটক বর স্থির করেচে।

সুখ। তুই ও যেমন ভাই, দশ বছর ধরে আমরা ওর বিয়ের কথা শুন্‌চি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত হলোনা। আর হবেই বা কি? কানা কন্যার নানান্ দোষ; শুনেছি সে আবার শেজে মোতে।

কামি। সে কি? না, মিছে কথা। সে যে আমার চেয়ে দুবছরের বড়, এখনো শেজে মোতে?

সুখ। তা নয় তো কি? আমি কি আর মিছে কথা বলচি?

কামি। কার কপাল পুড়েচে যে এমন মেয়ে বিয়ে করবে।

সুর। তা হবেনা কেন? ওর উপযুক্ত কি আর বর নেই? যেমন দেবী তেম্নি দেবা হবে। যেমন হাঁড়ি তেম্নি সরা, আর যেমন জলধর তেম্নি জগদম্বা। যার যেমন তা বিধেতাই মিলিয়ে দেন।

সুখ। সে যা হউক এখন বিয়েটা হলে আমরা এক রাত আমোদ করে নিই। অনেক দিন ও দফা হয় নি।

কামি। যেমন জলধর তেম্নি জগদম্বা এর অর্থ কি ভাই?

সুখ। তা জানিসনে? নবীন তপস্বিনী নাটক পড়িস্ নি? আমার কাছে একখানা আছে তোকে দেখাব, কেমন খাসা বই।

কামি। না ভাই পড়িনি, তবে বই খানার নাম শুনেছি, কিন্তু কৈ জলধর জগদম্বার কথা শুনিনি।

সুর। শুনিস্ নি? এই যেমন জলধর শ্যাওড়া গাছের ভুত, তেম্নি জগদম্বা কচু বোনের কামিনী—অর্থাৎ পেত্নী। অমন যোটা-যোট প্রায় ঘটে না।

কামি। (হাস্য পূর্ব্বক) সুখদা! ভাই বই খানা আমাকে একবার দিস।

সুখ। তা দেবো। চল্, এখন বাড়ী যাবি?

কামি। যাব, সই! বোস্ ভাই এখন আমরা যাই।

সুর। এসো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামকালী বাবুর বৈটক খানা।

রামকালী। (স্বগত) কি ভয়ানক দেশ কালই পড়েছে? একটী দিনের জন্য সুখী হলাম না। একটা না একটা ব্যাঘাৎ লেগেই আছে? যেটা সু ভাবি সেটা কু হয়ে দাঁড়ায়। সংসার নিয়ে এম্নি জড়ীভূত হয়ে পড়েছি, যে দিনান্তে একবার ঈশ্বরের উপাসনা কর্‌বার সাবকাশ হয় না। হা ভগবন্! অচিরে আমাকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত কর। আমার আর জীবনে কিছুমাত্র সুখ নাই। জামাতাটির পীড়ার সংবাদ শুনে অবধি যে কি পর্য্যন্ত অসুখে আছি তা আর বল্‌তে পারিনে? এক্ষণে ভগবানের কৃপায় সত্বর আরোগ্য হলেই বাঁচি। আর এ পাপ সংসারে এক দণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছা নাই। কেবল মিছে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পরকালের হানি করিতেছি। না, আর না; আমি আর কাহারও কথা শুন্‌বোনা। জামাতাটির সুস্থ সংবাদ পেলেই আমি।০/ কাশী ধামে গিয়ে

জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ কর্‌বো। এতো দিন তো প্রায় এক বৎসর কাশী বাস হতো, কেবল গিন্নির অনুরোধে যাওয়া হলোনা। তারই বা দোষ কি? কন্যাটির বিবাহ হয় নি বলেই যেতে পারিনি। এখন সে দায় হতে মুক্ত হইচি, অতএব যাই-বার আর কোন বাধা নাই। (প্রকাশ্যে) ওরে বদে একবার তামাক দে।

গৌর বল্লভ রায়ের প্রবেশ।

রাম। প্রণাম হই, আসুন।

গৌর। জয়স্তু। (উপবেশন করত) অদ্য মহাশয়কে এরূপ বিষণ্ণ দেখ্‌চি কেন? শারিরীক কোন অসুখ হয় নি তো?

রাম। শারিরীক এমন কিছু নয়, তবে মানসিক সম্পূর্ণই অসুখী।

গৌর। কেন? কি হয়েছে?

রাম। কল্য প্রাতে বৈবাহিকের একখান পত্র পেয়েছি, জামাতা-টির অদ্য হইতে অষ্টাহ জ্বর হয়েছে, তাই ভাব্‌চি, সময়টা অত্যন্ত কদর্য্য, কাযে কাযেই মনটাও বড় ব্যাকুল হয়েছে।

গৌর। তা ভয় কি? সেখানে শুনেছি ভাল ২ ডাক্তার আছে না?

রাম। ভাল ডাক্তার দুইজন আছেন, একজন আমাদেরি স্বজাতি, আর একটী বুঝি বৈদ্য। তা থাকলে কি হবে? বৈবাহিক মহাশয় যে কৃপণ, তিনি যে ভিজিট্‌ দিয়ে ডাক্তার আন্‌বেন এমন বোধ হয় না।

গৌর। আজ্ঞা না, তা কিখনই করতে পারবেন না। কেননা আপন সন্তানের পীড়া হলে কি পিতা মাতা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে? না তখন টাকা ব্যায়ের কাতর হয়? তা সে জন্য আ-পনি চিন্তিত হবেন না। আপনার জামাতা শীঘ্রই আরোগ্য হবেন।

রাম। সে আপনাদের আশীর্ব্বাদ, আর আমার অদৃষ্ট। এক্ষণে ঈশ্বর কৃপায় সুস্থ সম্বাদ পেলেই সুস্থির হই। আমি স্থির করেছি যে অদ্য এক কেতা বিশ টাকার নোট পাঠিয়ে দিই আর লিখে দিই যে তিনি টাকার মমতা না করেন, যত টাকা ব্যয় হয় আমি দিব, ফলতঃ চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন বিষয়ে ত্রুটী না হয়।

গৌর। এ অতি উত্তম পরামর্শ স্থির করেচেন, অতএব তাই করুণ। ইতিমধ্যে ঘটক মহাশয় কি আর এসেছিলেন?

রাম। হঁ্যা এসেছিলেন, একটী পাত্র অনুসন্ধান করেছেন; কহিলেন ঘর অতি উত্তম, তবে পাত্রটির বয়ক্রম প্রায় ৩৬। ৩৭ বৎসর হবে তা সে জন্য হানি কি? লোকে ৫০ বৎসর বয়সে বিবাহ কচ্চে। তর্কালঙ্কার খুড় ৫৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, তার পর উপর্য্যুপরি ৩। ৪ টি সন্তান হয়। যদ্যপি ঘর ভাল হয় তবে আমার এতে কিছুমাত্র অমত নাই। তবে আপনার যেমন ইচ্ছা।

গৌর। আজ্ঞা হঁ্যা কন্যা দান করা যায়, আমারও অমত হচ্চেনা এক্ষণে এ দায় হতে উদ্ধার হলেই বাঁচি অধিক আর কি বল্‌বো?

রাম। ঘটক কে তো কিছু দিতেই হবে দেখ্‌চি। কেননা তাঁহাকে হস্তগত না রাখলে কোন মতে কার্য্যোদ্ধার হবে না?

গৌর। নশীরাম বাবু ২৫ টাকার কথা তাঁকে এক প্রকার বলেছেন।

রাম। তিনি ঐ টাকায় স্বীকার হয়েছেন কি?

গৌর। তিনি তো কোন কথাই বলেন নাই? তবে তাঁর মনগত কি আছে জানি না।

রাম। যদ্যপি ঐ টাকায় স্বীকার না হন, তবে আর ও ২। ৫ টাকা নাগে তাও দিতে হবে।

গৌর॥ আপনকার মতে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। আপনি যা করবেন তাই হবে। আমার অবস্থা সকলি আপ্‌নি জানেন যাতে ভাল হয় তাই করবেন।

রাম। দান সামগ্রী কি রূপ বন্দবস্ত করেছেন?

গৌর। এই সভা উজ্জল যেমন নিয়ম আছে তাই দিব।

রাম। উত্তম, আমারও ইচ্ছা তাই, কেননা দুর্গাপুর অতি প্রসিদ্ধ স্থান; তা তাহারা কোন মতে নিন্দা না করে।

গৌর। আজ্ঞা, আপনি যে রূপ অনুমতি করবেন, আমি সেই মত আয়োজন কর্‌বো? তবে বসুন, আমি এক্ষণে আসি।

রাম। আসুন, প্রণাম। ঘটকের ২।৪ দিবসের মধ্যে আসিবার কথা আছে, তা তিনি এখানে এলে, আপনাকে একবার ডেকে সকল স্থির করা যাবে।

গৌর। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

রাম। (স্বগত) আঃ আপনার জ্বালায় মরি, আবার পরের ভোগ ভুগতে ২ গেলাম। তা গৌর বল্লভ রায় লোক অতি সৎ, বিশেষতঃ আমাকে পিতার ন্যায় মান্য করে, কথাগুলি অতি পবিত্র শুনিলে শরীর শীতল হয়। আহা! কন্যাটির বিবাহ হলে ব্রাহ্মণ বাঁচে, অত্যন্ত কষ্ট পাচ্চে। যাহা হউক ঘটক এলে একটা স্থির করে, যাতে শীঘ্র বিবাহটা হয় তার চেষ্টা পাওয়া অতি আবশ্যক।

বদের প্রবেশ।

বদে। (তামাক দিয়া) খাবার প্রস্তুত হয়েচে, আপনি বাড়ীর ভিতর যান্।

রাম। যাই প্রিয় আহার করেচে?

বদে। আজ্ঞা না, তিনি এখনও বাড়ী আসেন্ নি।

রাম। এখন ও বাড়ী আসেনি? কি আপদ! আবার একটা ভাবনা উপস্থিত হলো। এই অন্ধকার রাত্রে, কোথায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে? একটু ভয় নাই। বদে তুই তাকে ডেকে আন্, বলিস কর্ত্তা বিরক্ত হয়েচেন।

বদে। যে আজ্ঞা।

রাম! যাই, চাট্টী আহার করে আসি। জামতাটির পীড়ার সংবাদ এখন বাড়ীর ভিতর বলা হবেনা স্ত্রী লোকেরা শুন্‌লে এখনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কর্‌বে? অতএব এক্ষণে না বলাই কর্ত্তব্য।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামিনীর পড়িবার ঘর।

সরমার প্রবেশ।

সর। হ্যাঁলা কামিনি! তুই যে সাপের পাঁচ পা দেখিছিস? তোর ভাতার কি বলে গেছে তা জানিস্ তো?

কামি। ওঃ তার ভয়ে তো আমি জলপানা মুতে ফেল্লাম।

সর। কাঠ ঠোকরার মত খুব কথা শিখেচিস্; আচ্ছা মনে রইল, আগে তোর ভাতার আসুক, তার পর বোঝা যাবে।

কামি। হ্যাঁ বউ রাগ্ কল্লি? এই কদিন বই এসেচে, তায় গোল মালে যাচ্চে। তা তোর ও তো একদণ্ড সাবকাশ নাই, সারা দিন কায কর্ম্মেই যায় তা কখন পড়াবি? কেন সন্ধ্যা বেলা তো আর কোন কায থাকেনা, সেই সময় পড়্‌তে পারিসনে? তোর মন নাই তা আমি বলে কি করবো, তাঁতিনীর চাড় না বোট্‌নীর চাড়?

কামি। না ভাই বউ, কাল হতে আমি নিশ্চয় মন দিয়ে পড়বো? যদি না পড়ি তবে তোর শ্রীচরণের একশো জুতো খাব।

সর। দেখ, যেমন মানুষ তেমি থাক্। তোর টঁ্যাস টেঁসে কথা শুনে্লে পায়ের নখ অবধি জ্বল্‌তে থাকে। দুদিন পরে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে; বাপের ঘর আর ক দিন? এখানে যা করিস্ শোভা পায়, সেখানে মুখ নাড়া খেতে ২ প্রাণ যাবে? এখনও কি কচি খুকী? আর শিক্‌বি কবে? ভাতারের কাছে থাক্‌লে দু তিনটে ছেলে হতো যে?

কামি। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কি আর অমন করবো? তখন সব সেরে যাবে।

সর। ধন্য মেয়ে কিন্তু এর পর একজন হবি।

কামি। হ্যাঁ বউ, তোর ঘরে কাল কিসের যাত্রা হচ্ছিলো?

সর। যাত্রা আবার কোথায় দেখ্‌লি?

কামি। হ্যাঁ, আমি শুনেছি, দাদা রাগ রাগিণীর সহিত মান ভঞ্জন আরম্ভ করেছিলেন, তা তুই মান করেছিলি কেন?

সর। তোর দাদা তো, তা না হবে কেন? যেমন দাদা রামসুন্দর তেম্নি দিদি নলিতে। তা তুই ঘুরে গেলিনে কেন? তোকে বৃন্দে দুতী সাজিয়ে দিতো?

কামি। আ মরণ আর কি? আমি ভাই এ ঘর হতে সব শুনে আর হাঁসি রাখ্‌তে পারিনে। তা বল্‌না, তোর পায় পড়ি কেন মান করেছিলি।

সর। কেন তা জানিস্‌নে? সে কাল সারা নিশি তোর কুঞ্জে অবস্থিতি করেছিল, তাই আমি মান করেছিলাম।

কামি। এ নিয়মটি বুঝি তোমার বাপের বাড়ীর দেশে চলিত আছে, তা নইলে আমাকে বল্‌বে কেন? তা দেখো

যেন থেকনা দুর্জ্জয় মানে হইয়া মগন।
সে মান ভাঙ্গিতে পাছে ভেঙ্গে যায় মান॥

সর। একটু চুপ কর, শুনি, নিচেয় অত গোল হচ্চে কেন? আমাদের বুঝি ডাক্‌চে? আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, ঠাক্‌রুণ হয় তো বোক্‌চেন।

কামি। তাই তো? যাই ভাই আমি শুনিগে কি হচ্চে। বাবা বুঝি বোদেকে বোক্‌চেন।

সর। কামিনি! তবে পিষেস ঠাক্‌রুণকে বলিস্ আমি ভাত খাবনা, আমার বড় মাথা ধরেচে। যাই বিছানা গুনো পেতে রাখিগে। (স্বগত) এত রাত্রে হলো এখনও বাড়ী এলো না কেন? আমার তো ভাল বোধ হচ্চেনা? আবার আজ ইয়ার পেয়েচে; তাতেই আরও সন্দেহ হচ্চে?

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিমলা ও নীরদার প্রবেশ।

বিম। দেখ ঠাকুরঝি! ক দিন হতে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েচে। খেতে, শুতে, কিছুই ভাল লাগেনা, কোন কায কর্ম্ম কর্‌তে ইচ্ছা করেনা, আর সর্ব্বদাই প্রাণ যেন হু হু কর্‌চে।

নীর। মিচে নয়, আমিও মনে ২ করি তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো, তা কাযের জ্বালায় কি এক দণ্ড সাবকাশ আছে? নাকের নথটা খুলে আর ও কাহিল ২ দেখাচ্চে? তা ও কিছু নয়, শরীর গরম হলে ও অমন হয়; দুদিন সকাল করে নাইতে খেতেই সেরে যাবে।

বিম। না ভাই শরীর গরম হলে অমন হবে কেন? তা কি আর আমি বুঝ্‌তে পারিনে? তা হলে মাথা ঘোরে, আর গা বোমি২ করে। এ তো নয়। সে দিন রাত্রে একটা কু স্বপন দেখে অবধি এই রকম হয়েচে।

নীর। স্বপনের কথা কাউকে বল্‌তে নেই; কু স্বপন দেখ্‌লে সু স্বপন হয়, তা সে জন্য সর্ব্বদা ভাবনা করোনা। দাদা আজ এখনও বাড়ীর ভিতর আস্‌চেননা কেন? বুঝি বাহিরে কেউ থাক্‌বে? আজ বড় গ্রীষ্ম হচ্চে, তা বউ চল্‌ ভাই একটু বাতাসে বসি গে। (বাহিরে গিয়া) আ বাঁচলেম, এমন বাতাস টুকু কোন খানে নাই। দাদার ভাত হয়তো সুখিয়ে যাবে। ও বউ কাল বুঝি অক্ষয় তৃতীয়া তা গঙ্গা নাইতে যাবি কি?

বিম। কর্ত্তা পাছে রাগ করেন।

নীর। রাগ কর্‌বেন কেন? আমি তাঁকে বুঝায়ে বল্‌বো এখন?

বিম। অমৃতে অরুচি কার? তিনি যদি রাগ না করেন. তবে যাব বই কি।

নীর। আর এই জন্মে এই ফল, সৎকর্ম্ম কিছুই করলেম না, তবে মাঝে ২ গঙ্গা স্নানটাও করবোনা। তবে আর—

বিম। কর্ত্তা বুঝি আস্‌চেন? ঐ যে খড়মের শব্দ পাওয়া যাচ্চে।

নীর। যাই ভাত বেড়ে দিই গে। (গমন)

রামকালীর প্রবেশ।

নীর। দাদা আজ এত দেরি কল্লে কেন? আমি কখন রেঁদে বসে আছি, ভাত গুনো একটু সুখিয়ে গেছে।

রাম। হ্যাঁ আমারি আস্‌তে বিলম্ব হয়েছে বটে? গৌর বল্লভ রায় এসেছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ২ এত বিলম্ব হয়ে গেল।

নীর। তার মেয়ের বিয়ের কি হলো?

রাম। সে দিন ঘটক এসেছিল, একটী পাত্র স্থির হয়েছে; এখন একটা দিন স্থির করে বিবাহ দিলেই হয়।

নীর। পাত্রটি কেমন, তা কিছু শুনেছ।

রাম। পাত্র যেমন তেমন হউক, এখন পেলে বাঁচে। যার কানা মেয়ে তার আর পাত্রাপাত্র বিবেচনা কি?

নীর। তা ঠিক কথা, এখন দু হাত এক করে দিতে পারলেই বাঁচে? হ্যাঁগা দাদা, কালকে বউকে নিয়ে গঙ্গা নাইতে যাব কি?

রাম। গঙ্গা নাইতে যেতে নিশেধ কর্‌তে নাই, কিন্তু না যাওয়াই ভাল। সে দিন যে কাণ্ড হয়ে গেছে, তা তোমরা তো জান তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কর্‌চো? তা যদ্যপি নিতান্তই যাও তবে অনুদয়ে গমন করো, আর সূর্য্য দেব প্রকাশ না হতেই বাড়ি এসো।

নীর। হাঁ তাই হবে আমরা খুব ভোরে২ কেবল একটা ডুব দিয়ে আসবে; তার পর বাড়ী এসে তখন পূজো আশ্রা কর্‌বো

রাম। প্রিয় নাথ কি এখন ও বাড়ী আসেনি? আমি যে কতক্ষণ হলো ডাকতে পাঠিয়ে দিই চি তা এখন ও এলনা? দেখ এক-বার কি অন্যায়; এ কেবল বয়ে যাবার লক্ষণ দেখ্‌চি? তা আমি আর কি কর্‌বো? মিষ্ট কথায় বুঝায়ে পার্‌লেম না, গালাগালি দিয়ে পারলেম না মরুক যা ইচ্ছে তাই করুক আমি আর কিছু বল্‌বোনা।

বিম। ষাট, ষষ্টির দাস, ষেটের বাছা, শত্রু গিয়ে মরুক। কেন প্রিয় তোমার কি পাকা ধানে মই দিয়েচে তাই দোচকো গালাগালি দিচ্চ।

কর্ত্তা। (সক্রোধে) রেখে দাও তোমার সেটের বাছা, তোমরাই তো আদর দিয়ে২ তার মাথাটা খেলে?

বিম। দেখ, অমন সকল কথা বলোনা, শত্রুর গিয়ে মাথা খাক সে তোমার কি অপরাধ করেছে যে তার পেরমাই বাড়াচ্চ! ও সকল কথা কি মায়ের প্রাণে সহ্য হয়?

রাম। দেখ বল্লে তুমি রাগ কর আমি কি তার শত্রু না তাকে দেখ্‌-তে পারিনে? না তার প্রতি আমার মায়া দয়া নাই। আমি কি সাধে বলি, মনের দুঃখে বলি। একটি কথা শুনেনা, এক

দণ্ড আমার কাছে বসে না ; পাছে কোন শিক্ষা বা সৎ উপদেশ দিই ; সমস্ত দিনের মধ্যে তাকে একটি বার দেখ্‌তে পাইনে বাড়িরভিতর হতে চাট্টী আহার করে কোথায় গমন করে তার উদ্দেশ পাইনে। রাত্র দুই প্রহরের সময় বাড়ী আসে। এতেও তোমার ভয়ে কোন কথাটি বলি না। এক কথা বল্লে, হাজার কথা শুনিয়ে দাও। তবে আমার বাড়ী থাকায় ফল কি ? আমার যেখানে চক্ষু যায় সেই খানে যাই, তুমি তোমার ছেলে নিয়ে সুখে ঘর কন্না কর।

নীর। তা মিচে নয়. প্রিয় এখন বড় বাড়িয়েচে ? কারো কথা শোনে না, আর বাড়ীতেও এক দণ্ড থাকে না।

বিম। অবাক্ আর কি ? কি কথার কি উত্তর। আমি কি তোমার বাড়ী থেকে যেতে বল্‌চি। গালাগালি না দিলে বুঝি শাসন হয় না, দু কথা বুঝিয়ে বল্লে কি আর শোনে না ?

রাম। সে তোমার বোঝবার ছেলে নয়, তার আর কিছু হবেনা। তোমার আদরে সে পৃথিবী সরা দেখে, এমন উত্তম বৈটক খানা তৈয়ের করে দিলাম কিন্তু একটী দিন বস্‌তে দেখলেম না। তার অদৃষ্টে যে কি দুর্গতি আছে তা বলতে পারিনে। আমি যে কটা দিন আছি, তার পর দশা হবে কি ?

বিম। আমার উপর অত রাগ কর্‌লে কি হবে ? আমার কি ইচ্ছে যে প্রিয় সারাদিন লোকের দোর ২ বেড়াবে, আর তোমার কাছে একদণ্ডও বোসবে না ? না আমি তাকে তোমার কাছে বসতে বারণ করে দিইচি। কি করবে বল, ছেলে মানুষ এখনও তেমন বোধ হয় নি, এর পর কি সত্যই ঐ রূপ করবে ? একটু জ্ঞান হলে আর অমন করবে না।

রাম। (সক্রোধে) রাখোগে তোমার ছেলে মানুষ ? বিশ বৎসর বয়স হতে চল্লো এখনও ছেলে মানুষ পলতেয় করে দুধ খায়। যাও ! যাও ! মিছে আর বকোনা, ভাল লাগে না, আমার হাড়

পর্য্যন্ত জ্বলছে। (মুখ ভঙ্গি করিয়া) বাবু হয়েছেন ইয়ারকি দিতে শিখেচেন। পাঁচ টাকা জোড়া ধুতি নইলে পরা হয় না, চার টাকা দামের জুতো নইলে পায় দেওয়া হয় না। আর দো আখার ছাই দেব, দেখি তার কোন বাবা দেয়।

বিম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সেই কথাই ভাল। প্রিয়র যদি আর দুটো পাঁচটা থাকে তবে তারাই দেবে; আর যদি না থাকে তবে কি হবে?

বদের প্রবেশ।

রাম। বাবু এসেচেন কি?

বদে। আজ্ঞা না, আমি এ পাড়ায় সকল বাড়ীই খুঁজে এলেম তা দেখ্‌তে পেলমে না।

রাম। সে আমার বাড়ী হতে দুর হয়ে যাক, আমি তার মুখ দর্শন করতে চাইনে? বদে! তুই দরজার কপাট বন্ধ করে দে, সে এলে দরজা খুলে দিস নে।

বিম। (স্বামীর পদ ধারণ করত) আমার ঘাট হয়েচে, আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ, যদি প্রিয়কে কিছু বল।

রাম। না বল্‌বোনা, তার মুখ দে রক্ত তুল্‌বো, এক শত জুতো তার মুখে মারবো, আগে বাড়ী আসুক, আর রাগ সহ্য হয় না, যত মনে ভাবি কিছু বলবোনা, ততোই বাড়িয়েছে?

বিম। (স্বগত) যা কি হবে? আমার প্রাণ ভয়ে ঠক্‌২ করে কাঁপ্‌চে (প্রকাশ্যে) আমি তোমার পায় পড়ি, আমাকে ক্ষমা কর, জুত মারিতে হয় আমায় মার, আমি তাতে দুঃখ করবোনা। কিন্তু আমার প্রিয়র গায় হাত তুলতে পাবেনা। (ক্রন্দন)

রাম। প্রিয় তোমার আলালের ঘরের দুলাল। অমন ছেলের মুখে ছাই, আর তোমাদের মুখেও ছাই। আজ তো গেল, কাল

তখন বুঝ বো, সে কেমন ছেলে? ওরে বদে, বাহিরে বিছানা করেচিস?

বদে। আজ্ঞা বিছানা হয়েচে।

রামকালীর প্রস্থান।

নীর। এই কাণ্ডটি কেবল বদে হতে হলো?

বদে। আজ্ঞা মা ঠাকরুণ! মুই কি করবো! মোর দোষ দিচ্চ কেন?

নীর। তুই যদি তখন রাগের মাথায় দাদাকে এসে না বলিস, তা হলে তো আর এত কারখানা হয় না? তুই বল্লি বলেই তো আর ও আগুণ হয়ে উঠ্‌লেন।

বদে। তা মুই কি জানি, যে তোমরা *কর্ত্তাকে পঞ্চমে তুলে রেখেচো? আমাকে ডাক্‌তে পোটালেন, তা মুই খুঁজে২ তার দেখা পেলেম না, তাই এসে বল্লেম। আর তাই বা আমি কেমন করে জানবো, যে এত দুর গড়াবে।

নীর। দুর লক্ষী ছাড়া ছোঁড়া দেখ দেখি বউ এখনও কাঁদচে। (হস্ত ধারণ করিয়া) ও বউ; উঠ ভাই, আর কাঁদিস নে? রাত্রে অমন করে কাঁদতে নেই, ছেলে পিলের অকল্যাণ হয়। দাদা বাহিরে গেছেন, উঠ আর চক্ষের জল ফেলিস নে? তুই ভাই জেনে শুনে কেউটে সাপের গর্ত্তে হাত দিতে গেলি কেন? জানিস তো যে উনি কখনও রাগেন না, কিন্তু যখন রাগ হয় তখন আর জ্ঞান থাকে না।

বিম। তাকি জানি, যে এত দূর হবে? তা হলে কোন শালি কথা কইতো? বাপ্‌রে! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ) ঠাকুর ঝি একটু জল দে খাই। গাটা এখনো কাঁপচে।

নীর। এই জল খাও (জল দিয়া) তোর ভয়ে গা কাঁপতেই পারে? সেই জবা ফুলের মত রাঙ্গা চক্ষু দেখে আমারও প্রাণ উড়ে

গিয়েছিল? বাবা! এমন কদর্য্য রাগ তো কখনও দেখিনি? প্রিয়র এখন বাড়ী না আসায় ভালই হয়েচে? এলে এই রাগের মাথায় মার খেয়ে খুন হতো?

বিম। দেখ ঠাকুর ঝি, উনি যে সব কথা প্রিয়কে বল্লেন, তা কখন কি মায়ের প্রাণে সহ্য হয়? না চুপ করে থাকা যায়? ইতর লোকেও আপনার স্ত্রী পুত্রকে অমন করে বলে না। আমার মরণটা হয় তো বাঁচি? আমার এক দণ্ড ও আর বেঁচে সুখ নেই? উনি চির কালটা আমাকে জ্বালাতন করে মারলেন? আর কত সহ্য করবো? আমার জলে ডুবে মরাই ভাল? তা হলে এ যন্ত্রণা হতে এড়াই। এখন বুড়ো বয়সে কি আর এত বকুনি সইতে পারা যায়? (রোদন)

নীর। ও কথা কি বলতে আছে! স্বামীতে দু কথা বলেচে তাতে আর রাগ করলে সংসার চলে না; আর দাদা কিছু তোমায় বকেন নি? প্রিয়কেই বকেচেন, তা সে জন্য আর রাগ করো না। তোমারই সংসার; তোমারি ছেলে, তোমারি মেয়ে, তোমারি সব। কি করবে বল, আপনার স্বামীতে বলেচে তাতে আর হাত কি?

বিম। আমি আর ওঁর সংসারে থাকতে চাইনে? ওঁর ছেলে মেয়ে, বউ, নিয়ে উনি সুখে ঘর কন্না করুণ, আমি কালই বাপের বাড়ী যাব। ভেয়েরা চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাক, অনায়াসে আমাকে এক মুটো খেতে দিতে পারবে? তারা আ-মাকে নিয়ে যাবার জন্যে কত চেষ্টা করে, আমি যাইনে, মনেং করি, আমি গেলে পাছে ওঁর কষ্ট হয়, তা উনি বোঝেন না, আবার উলটে বোকুনি?

নীর। হ্যাঁ বউ, প্রিয় এখন ও তো এল না, রাত্তির, অনেক হয়েছে, তা হাঁড়ি নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকবো? তোমরা খেয়ে দেয়ে নাও, প্রিয়র ভাত বেড়ে তার ঘরে রাখিগে, সে যখন

আসবে তখন খ'বে আর বসে থাকা যায় না। (উচ্চৈস্বরে) ও কামিনী! বউকে নিয়ে নেবে আয়, ভাত খেসে। তোরা কি এক দণ্ড নিচেয় বসতে পারিস নে?

বিম। আমার ভাত বেড়োনা, আমি খাব না।

নীর। সে কিলো? অমন কথাতো কখন শুনিনি, তুই যে দাদার চেয়ে বাড়ালি?

বিম। না ঠাকুর ঝি, আমি আর খেতে চাইনে, তুমি বউকে কামিনীকে দেও, ওরা খাগ। আমি শুইগে (গমন)

নীর। ও বউ যাসনে, আমার মাথা খাস যাসনে, যা হয় একটা মুখে দিয়ে যা। অকল্যান করিসনে?

কামিনীর প্রবেশ।

কামি। পিষি মা, বউ বলেছিল ভাত খাবে না, তার মাথা ধরেচে।

নীর। তবে রাঁদলেম, বাড়লেম কি আমার জন্যে? তোর মা রাগ করেচে খাবে না, বউ মা খাবে না কেন? সব রকম দেখে দেখে আর বাঁচিনে! ডেকে আন, খাবে বৈ কি?

সরমার প্রবেশ।

সর। পিষেস ঠাকরুণ! আজ আমার মাথাটা ধরেচে, তাই ভাবচি ভাত খাবনা। হ্যাঁগা ঠাকরুণ কোথায়?

নীর। খাবে বই কি? রাত্রে না খেয়ে কি থাকতে আছে? তোমার শাশুড়ী তো রাগ করেচেন, খাবেন না, তা একবার ডাক গে, কামিনী ও একবার য, তোর মাকে ডেকে খেতে বোস।

কামি। মা রাগ করেচেন কেন? কি হয়েচে?

নীর। হবে আর কি? দাদা প্রিয়কে বোকেচে, তা উনি খাবেন না।

কামি। বাবা কেন বোকলেন গা?

নীর। দুষ্কর্ম্ম কর্‌লে, কি কথা না শুনলে, বাপে মারে, গালাগালি দেয়, ভৎর্সনা করে; এ কিছু আর আশ্চর্য্য নয়, তা বলে কেউ অন্ন জল পরিত্যাগ করে না, তাও দাদা কিছু ওঁকে বলেননি, আপনার ছেলেকে বলেছে। তবে উনি মা তাইতে এত গায় ঝাল লেগেছে। ওঃ! আর তো কারু মা নেই উনিই ছেলে প্রসব করে মা হয়েচেন। আজ আর ভাতারের ভাত খাবেন না বাপের বাড়ী যাবেন। কামিনী, তোমার মার কথা শুনে অবাক্ হইচি; ভাত খাবার জন্য কত সাধাসাধি কর্‌লেম তা তো শুন্‌লে না, এখন তোরা একবার গিয়ে ডাক্ কি বলেন শুনি।

বিমলার শয়ন মন্দির কামিনী ও সরমার প্রবেশ।

সর। ঠাকরুণ! ও ঠাকরুণ! ভাত খাওসে।

কামি। ওমা! মা! ভাত খেসেনা? পিষিমা ভাত বেড়ে বোসে আছে?

বিম। তোরা বাছা খেগে যা, আমি আর কিছু খাব না।

কামি। তবে আমরাও খাব না।

বিম। তোরা খাবিনে কেন? আমার আজ খেতে ইচ্ছে নেই। যাও বউ মা তোমরা খাওগে।

সর। তুমি না খেলে আমরা কেমন করে খাব। তোমার কি রাগ করলে চলে? ঐ দেখ তোমার কামিনী কাঁদ্‌চে? ওঠ আমার মাথা খাও ওঠ।

বিম। হ্যাঁ মা কামিনী কাঁদচো কেন? ছিঃ চক্ষের জল ফেলোনা, লক্ষ্মী মা আমার, যাও ভাত খাওগে, আমার খিদে নেই তাই খাবনা, রাত্রে উপোষ করে থাক্‌তে নেই। তা না হয় তোমরা

খেয়ে আমার জন্যে এক মুটো ভাত এই খানে আনগে।

সর। তা আচ্ছা, চল্ কামিনী আমরা ওঁর ভাত বেড়ে দিয়ে খাইগে।

(উভয়ের গমন)

কামি। নিচেয় এত কাণ্ড হয়ে গেছে, তা আমরা কিছুই টের পাইনি।

সর। ওটা পাশের কুটুরি ওখান হতে কিছু শোনা যায় না।

কামি। আমি একবার বাবার গলা শুনতে পেয়েছিলেম, তা ভাবলেম বুঝি বোদেকে বোক্‌চেন। এখানে যে রাম রাবণের যুদ্ধ হয়ে গেছে তা জানিনে? পিষিমা! মা ওপরে খাবে বল্লে।

নীর। তবে তোমরা খেয়ে নাও; প্রিয়র আর তোমার মার ভাত বেড়ে দিই, ওপোরে ঢাকা দে রাখগে।

কামি। পিষিমা! তুমি আগা গোড়া সব শুনেছ, এখন হার জিত হলো কার?

নীর। আর চুলকে বরণ তুলে কায নেই, মা রক্ষে কর, তোমার মা শুনলে, যদি ও একটা ভাত মুখে দিতো তাও দেবে না। এখন আর ও সব কথায় কায নেই। চাট্টী খেয়ে শোওগে, রাত হয়েচে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গাপুর শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাহির বাটী।

কেনারাম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

শশী। কেও কেনারাম বাবু যে? কদিন দেখিনি কেন? শুনিলাম

তোমার মাতা নাকি গঙ্গাসাগর গেছেন ?

কেনা। হাঁ আমারও ভব সাগর যাবার যোগাড় হয়েছে।

শশী। (হাস্য মুখে) কেন কি হয়েচে ?

কেনা। আর ভাই, সে দুঃখের কথা শুনলে শেল কুকুরেও কাঁদে। আমার স্ত্রী যেরূপ বলবতী তা তুমি বিলক্ষণ জান এক বিয়েনেই লেজে গোবরে হয়ে পড়েচে, তার উপর আবার তিন মাস অন্তসত্ত্বা। এই অবস্থায় দুবেলা রন্থই করা কত কষ্ট তা বুঝতেই পার, তাতে আবার এম্নি অরুচি, যে কিছুই খেতে পারে না।

শশী। বটে, তবে তো তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হচ্চে ? আহা! তোমার স্ত্রীটি বড় লক্ষী, অমন লজ্জা শীলা বুদ্ধিমতী অতি বিরল; স্ত্রী লোকের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তা তোমার স্ত্রীতেই আছে। আহা! তাঁর এরূপ কষ্টের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেম। তা তুমি বসে২ কি কর ? তাঁর সঙ্গে ২ যোগাড় দিতে পার না ? তা হলে বোধ করি কিঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হতে পারে।

কেনা। আরে ভাই! আমি কোন দিকে করবো ? কোথা চাল, কোথা কাঠ কোথা নুন তেল এই করে বেড়াবো না তার কাছে যোগাড় দেবো। তবু একটী স্ত্রীলোক রেখে দিইচি, সে অন্য২ কায করে, এবং ছেঞ্চেও নেয়।

শশী। এ সময় তোমার মাতার গঙ্গাসাগর যাওয়া অতি অকর্ত্তব্য হয়েছে, তা তুমি কি তাঁকে নিবারণ কর নি ?

কেনা। নিবারণ করিনি দুশো নিবারণ করেছি, তিনি কিছুতেই শুনলেন না তার আর কি করবো। যান, একবার পুণ্য ভাসিয়ে আসুন।

শশী। আমার মতে ভাই, তুমি এক সন্ধ্যা আহার কর সেও ভাল, তবু তাঁকে এ অবস্থায় দুবেলা অগ্নির নিকট যাইতে দিও না।

আর যদি একান্তই মেরে ফেলিবার ইচ্ছা হয় তবে যা হয় করো।

কেনা। তাই এক রকম করতে হবে, কেননা এ সময়ে পীড়া উপস্থিত হলে বড়ই বিব্রত হতে হবে। সে যাহা হউক এক্ষণে আমার স্ত্রীর জন্য একটু আচার দিতে হবে।

শশী। ঘরে আছে বটে কিন্তু দেওয়াই কঠিন।

কেনা। কেন বাড়ীতে কি কেউ নাই।

শশী। না, সকলেই আছে, তবে মার সঙ্গে এই কতক্ষণ ঝগড়া করে আসচি, এখন কেমন করে চাই তা তোমায় এনিয়ে দিচ্চি।

কেনা। মায়ের সহিত আবার ঝগড়া হবার কারণ কি ?

শশী। চন্দ্রভূষণের বিয়েদিতে পারি নি, এই তাঁর মহাদুঃখ, কর্ত্তা থাকলে এত দিন বিয়ে হতো, ছেলে হতো, ওঁর চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ড দিতো। আমি ভায়ার বিয়ের কোন কথাই কই না এবং চেষ্টা ও করি না।

কেনা। এতে আমি তোমার মায়ের দোষ দিতে পারি নে, কারণ চন্দ্রভূষণের বয়ঃক্রম অধিক হয়ে উঠলো, আর বিবাহ না দিলে কি চলে ?

শশী। আমার কি ভাই বিবাহ দিতে অসাধ ? না আমি তার চেষ্টা করচিনে ? পাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি দেখে কেউ অগ্রসর হয় না যে কাল পড়েচে, তা বি, এ, না দিলে কেউ বিয়ে দিতে চায় না। আবার ভায়ার যে গুণ তাতে পালান দিলেই হয়। একটু কুলীনের গন্ধ আছে, তা যদ্যপি টাকা দিয়ে মেয়ে কিনে আনি তা হলে ছেলে গুণোর আর বিবাহ হবে না। আমি মাকে বল্লেম, যে তুমি ব্যাস্ত হচ্চো কেন, সে দিন এক জন ঘটক এসেছিল, তার সঙ্গে এক রকম চুক্তি করেছি যে সে যদি চন্দ্রভুষণের বিবাহ দিয়ে দিতে পারে, আমি ঘটক বিদায় বলে পঞ্চাশ টাকা

দিব। তা মার আর বিলম্ব সয় না; বল্লেন যে এই মাসের মধ্যেই বিবাহ দিতে হবে। তাই আমি বিরক্ত হয়ে বলেছি যে তবে কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে দিও।

হরিহর ঘটকের প্রবেশ।

শশী। আসুন ঘটক মহাশয়! ওরে তামাক দে, আর একটু পা ধোবার জল আন্।

ঘটক। সেই পর্য্যন্ত আর আমার বাটী গমন হয় নাই। কেবল এখানে ওখানে, সেখানে, ভব ঘুরের মত ঘুরে ২ বেড়াচ্চি।

শশী। যে জন্য গমন করেছিলেন তার কিছু স্থির করেছেন?

ঘটক। তা না করেই কি নিশ্চিন্ত আছি। যা বল্‌বো তা কি আর কখন অন্যথা হয়? তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে সেই বাল্য কাল হতে এই কায করে আসচি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন কথার বেঠিক হয় নি।

শশী। আপনি মহাশয় লোক; দেশ বিখ্যাত, আপনার কথার বেঠিক হওয়া কখনই সম্ভবে না। তবে কি করে এলেন বলুন দেখি?

ঘটক। যে পাত্রীটি স্থির করেছি, তার বয়স ১৩। ১৪ হবে সুন্দরী ও বটে, তবে বাম চক্ষের কিঞ্চিৎ দোষ আছে। সভা উজ্জ্বল দান সামগ্রী দেবে, ৫।৭ ভরি সোনা দেবে, আর চেলির জোড় অঙ্গুরি তো আছেই। এতে যদ্যপি আপনার অমত হয় তবে আর আমার দ্বারায় হবে না। (কেনারামের প্রতি) কি কি বলেন মুকুর্য্যে মহাশয়।

কেনা। হ্যাঁ! তা অমত হইবার তো কারণ দেখচিনে।

ঘটক। আপনি বিবেচনা করে দেখুন, এমন ধারাটি আজ কাল মেলা ভার। স্বকৃত ভঙ্গে বেটারাও এখন এরূপ দান পাচ্চে না। অধিক আর কি বল্‌বো।

শশী। আজ্ঞা না আমার ইহাতে অমত নাই। অপনি বসুন আমি বাড়ির ভিতর হতে আসি। কেনারাম বাবু ঘটক মহাশয় কে জল খাবার আনিয়ে দেও।

(গমন)

ঘটক। দেখুন কেনারাম বাবু শশী বাবু যদি এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন তা হলে আর কোন মতেই হবেনা। আমার তো অছাবি কিছুই নাই? কুলিনের গন্ধ আছে কিনা সন্দেহ, তাতে অবার পাত্রের যে গুন তা শুনলে কেউ মেয়ে দিতে চায় না কেবল আমার কৌশলেই এত দুর হয়েচে। এমনটি আর কোন খানেই পাবেন না। মেয়েটির এক চক্ষু কানা তাতে আর দোষ কি? আইবুড় হয়ে থাকা অপেক্ষা তো ভাল?

কেনা। হাঁ নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

জল ও খাবার লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। এই পা ধোবার জল এনেছি।

কেনা। ঘটক মহাশয় তবে পদ প্রক্ষালন করুণ।

ঘটক। হাঁ করি।

শশীর পুন প্রবেশ।

শশী। ঘটক মহাশয়ের জল খাওয়া হয়েচে? ওর একটা পান আর একবার তামাক দে। দেখুন মহাশয় বাড়ীর সকলের মত যদিও সম্পূর্ণ হচ্চে না, কিন্তু আমার ইহাতে কিছু মাত্র অমত নাই বিবাহ অবশ্যই দিতে হবে, আমি কাহার ও কথা শুনতে চাই না। আপনি একটা দিন স্থির করুণ॥ (পঞ্জিকা দান)

ঘটক। তা বটেই তো? এমন সুবিধা কি পরিত্যাগ করতে আছে (পঞ্জিকা লইয়া) দিন দেখাটা আমার ভাল অভ্যাস নাই, তা কোন পণ্ডিতের দ্বারায় দেখাইবেন।

পুরোহিতের প্রবেশ।

শশী। এই যে আমাদের পুরোহিত মহাশয় আসচেন। ভালই হলো, আসুন খুড়ো মহাশয়!

পুরো। এই তো বাপু এলাম; সে দিন যে পুত্রের কল্যাণে তুলসি দেওয়া হয়েছিল, তার দক্ষিণাটা পাব কি।

শশী। আজ্ঞা আসুন, দিচ্চি। চন্দ্রভূষণের বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। তা আপনার আশীর্ব্বাদে, আর ঐ ঘটক মহাশয়ের প্রযত্নে একটী পাত্রী স্থির হয়েছে অবিলম্বেই দিতে হবে অতএব আপনি একটী উত্তম দিন স্থির করুণ।

পুরো। বটে শুনে বড় আহ্লাদিত হলেম, কোথায় সম্বন্ধ স্থির হলো?

ঘটক। বড় দূর নয় নিত্যানন্দপুর।

পুরো। হাঁ হাঁ, জানি, তথায় দুই এক ঘর বর্দ্ধিষ্ট লোক আছে? (পঞ্জিকা লইয়া)।

ঘটক। আজ্ঞা আছে।

পুরো। ২রা বৈশাখ শনিবার নবমী ৫৮। ৩২ রোহিণী নক্ষত্র মকরের চন্দ্র বালব করণ, সিদ্ধি যোগ ৪৯। ১৭ যাত্রা নাস্তি বিষ দোষ, পূর্ব্ব দিনের রাশির চন্দ্র শুদ্ধ দ্বিপাদ দোষ পুর্ব্বে যোগিনী বার বেলা ইত্যাদি। এই দিনই উত্তম, এর মধ্যে আর দিন নাই। ২৮ সে ও একটী দিন আছে, সেও মন্দ নয়। তা আপনাদের যা ইচ্ছা।

শশী। আজ্ঞা হঁ্যা যত শীঘ্র হয় তত ভাল। ২রাই বিবাহ দেওয়া যাবে, আপনাকে বিয়ে দিতে যেতে হবে।

পুরো। তা যাব।

ঘটক। তবে আমি এ সম্বাদ কন্যা কর্ত্তাকে দিইগে। ঐ তারিখে

প্রাতে আমি এখানে আস্‌বো, এবং একত্রে সকলে গমন কর্‌বো।

শশী। যে আজ্ঞা। কিন্তু কন্যা কর্ত্তাদিগের মত হওয়া না হওয়া কিরূপে জানা যাবে?

ঘটক। তা জানিবার আবশ্যক নাই কেননা, গৌর বাবু অতি ভদ্র, আপনারা যদি অদ্যই বিবাহ দিবার কথা বলেন, তিনি কখনই অমত করবেন না। ভাল! তত্রাচ আমি তাঁদের সম্মতি পত্র অনেক লোক দ্বারা প্রেরণ করবো, তা হলেই আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

শশী। যে আজ্ঞা।

ঘটক। তবে আমি এক্ষণে চল্লেম। লোক জন কি আন্দাজ সঙ্গে যাবে।

শশী। তা বড় অধিক লয়ে যাবার আবশ্যক নাই। সর্ব্ব সমেত মায় নাপিত, চাকর ২৫ জন হতে পারে।

ঘটক। তা বই কি অধিক লোক লয়ে যাবার আবশ্যক নাই। তবে আমি এক্ষণে চল্লমে। বসুন, নমস্কার।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গৌর বাবুর অন্তঃপুর।

বামা সুন্দরীর প্রবেশ।

বামা। তুমি মাতঙ্গিনীর বিয়ের কি কচ্চো? বিয়ে না দিলে কি আর ভাল দেখায়।

গৌর। দেখ সে জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি কিন্তু কি করি পাত্র না পেলে তো আর বিবাহ দিতে পারিনে।

বামা। পাত্র কি ঘরে বসে পাবে? লোকে কন্যা ভার গ্রস্ত হলে, স্থানে ২ কত অনুসন্ধান করে, কত চেষ্টা করে, তোমার তো তা কিছুই নাই? তুমি যে মনে কি ভেবেচো তা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।

গৌর। তুমি সে জন্য চিন্তা করোনা, আমি কি নিশ্চিন্ত আছি সে দিন একজন ঘটককে ২৫ টাকা দিব স্বীকার হয়েছি; তার সন্ধানে অনেক পাত্র আছে, বোধ করি সে আজ কি কাল এখানে আস্‌বে। এলেই সকল জান্‌তে পারা যাবে। ফল সে নিশ্চয়ই পাত্র স্থির করে আস্‌বে তার আর সন্দেহ নাই। খোকার আবার অসুখ হলো, তা তোমরা তো বল্লে শুনবে না? দশবার করে গা ধোয়া তো পরিত্যাগ কর্‌বে না, আহারের ও বিচার নাই, তা নিত্য পীড়া কেন না হবে?

বামা। আমার দোষে তো ছেলের ব্যাল্‌সা হয় নি, তা আমাকে বোক্‌লে কি হবে?

গৌর। তোমার দোষ হয় নি, তো কার দোষে হলো।

বামা। দেখ কাল আমি খোকাকে দুধ খাওয়াচ্চি, এমন সময় এক মাগী ভিক্ষে করতে এসে দেখ্‌লে তার পর সেও চলে গেল আর খোকাও দুধ তুল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, আর গাও তপ্ত হলো। আজ অত্যন্ত গা তপ্ত হয়েছে। সেই পোড়া কপালী, সর্ব্বনাশীর বিষদৃষ্টিতে এরূপ হয়েছে। তা আমি গোসাঁয়ীর ঠাকুরমাকে ডেকে পাঠিয়েচি; তিনি এসে জল পড়ে দিলেই সেরে যাবে।

গৌর। বাহিরে কে ডাকচে না? হ্যাঁ ডাকচে বটে। যাই, তা খোকাকে খুব সাবধানে রেখো, আর তুমি আজ রাত্রে কিছু খেয়োনা। (গমন)

অপর দিক হতে পদ্মমনির প্রবেশ।

পদ্ম। কইগো মাতঙ্গিনীর মা কি কচ্চো।

বামা। এসো মা বসো ; মাতন! তোর ঠাকুর মাকে পিঁড়ি খান দে।

পদ্ম। মাতনের বিয়ের কি কচ্চো?

(উপবেশন)

বামা। সে দিন একজন ঘটক এসেছিল, তা সে নাকি বলেচে পাত্র স্থির করে আসবে।

পদ্ম। তা বেশ ২ শুনে বড় আহ্লাদ হলো। আর বাছা বিয়ে না দিলে ও আর ভাল দেখায় না।

বামা। দেখ ঠাকুরুণ, ছেলেকে ডাইনে টান দিয়েচে, তাইতে বাছা এমন অঘোর হয়ে আছে।

পদ্ম। তা ঝাড়িয়ে দিচ্চি, ভয় কি? কাল ভাল হবে। তুরন্ত কলসীর জল এক ঘটী দেও। আর তুমি খোকাকে কোলে করে বসো। ছেলের নাম কি?

বামা। অন্নপ্রাসন না হলে তো নাম রাখা হয় না, তা একে সকলে খোকা বলেই ডাকে।

পদ্ম। আচ্ছা। (খোকার মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত হস্ত দ্বারা ঝাড়ন আরম্ভ)

হর হর তুলসী তুলসীর পাত।
শীল পাথর না সয় টান॥
এখান হতে মারলাম তীর।
ভেঙ্গে তাই হল চৌচির॥
ফাট্ ফাট্ ফাট্।
আড়ে দিঘে ষোল ক্রোশ ফাট্।
কে আছে অমুকের (খোকার) স্কন্ধে।
ছাড়ি ঝি মা চণ্ডীর আজ্ঞা॥
শীগ্‌গির ছাড়। (বামার প্রতি) বল নেই নেই নেই।

বামা। নেই নেই নেই।

পদ্ম। (জলের ঘটী লইয়া মন্ত্রপাঠ)

খালের ধারে তালের গাছ তায় গরুড়ের বাসা।
বাসায় বসে দেখে বীর ভেকের তামাসা॥
দৈবযোগে পেলে ভেক শরতের জল।
জলের গুণেতে হল শরীর শীতল॥
সেই জল মন্ত্র পড়ে দিই খোকার গায়॥
ভেকের মত শীতল অঙ্গ জ্বর দেখে পলায়॥
কার আজ্ঞা শ্রীরাম রামেশ্বরের আজ্ঞা।

এই জল দ্বারা তোমার নাই দুটো ধুয়ে ফেল, আর খোকাকে একটু খাইয়ে দেও। কালই গা জুড়িয়ে যাবে।

বামা। তাই বল মা, তা হলেই বাঁচি।

পদ্ম। আর দেখ! একটা অশ্বথের পাতার খিলি করে পড়ে দিই. তুমি খোকাকে নিয়ে যে ঘরের কপাটের ঘরে শোবে সেই ঘরের মাথায় গুঁজে রেখো। (মন্ত্রপাঠ)

তাল পত্র কি কাল পত্র কাল বর্ণের কুঁজি।
শাত সমুদ্র লঙ্কা বেঁদে ডাইনের কানে গুঁজি॥

বামা। তা রাখ্‌বো।

পদ্ম। তবে এখন চললমে।

বামা। এসো, মা; মাতঙ্গিনীর বিয়েতে নাতনীকে নিয়ে দেখ্‌তে এসো?

পদ্ম। তা আসবো বই কি?

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সদর রাস্তা।

প্রিয় নাথের প্রবেশ।

প্রিয়। কি আপদ! কেবলি নর্দ্দামা দেখ্‌চি, বাঙ্গৎ রাস্তা কোথায়-

গেল? রজনী গোপাল, আমাকে ফেলে গেল, যাক শালাদের রাস্তায় বাগে খাবে। অতিরিক্ত মদ্যপানে কিছু বেঠিক হইচি, মনেও বড় ভয় হচ্চে, পাছে বাবা টের পান। তা একটু সাবধান হয়ে চল্‌তে হবে। উঃ! যে অন্ধকার রাত, কিছুই দেখ্‌তে পাইনে? কোথায় যাচ্চি তাহার ও ঠিকানা নাই। একটী লোক দেখ্‌চিনে যে তাকে জিজ্ঞাসা করি।

চৌকিদারের প্রবেশ।

চৌকি। এই জানেওয়ালে? কোন হ্যায়?

প্রিয়। (স্বগত) আঃ বাঁচলাম! এই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু! তুমি বলতে পার রামকালী ঘোষের বাড়ী কোন খানে?

চৌকি। আপনি কোথা হতে আস্‌চ গা?

প্রিয়। আমি যেখান হতেই আসিনে কেন? তোমার সে কথায় কায কি বাবা? তুমি জান তো বল আমি চলে যাই।

চৌকি। এজ্ঞে কোন রামকালী বাবু গা?

প্রিয়। যে রামকালী বাবু হউক না কেন? তোমার সে কথায় কাজ কি।

চৌকি। এজ্ঞে এখানে দুজন রামকালী বাবু আচে, আপনি না বল্লে কেমন করে জানবো।

প্রিয়। দুজনই থাক, আর দশ জনই থাক, সে খবর আমি চাইনে।

চৌকি। (ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইয়া) কেও দাদা বাবু? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? রাত যে অনেক হয়েচে? এই গলি ধরে যাও।

প্রিয়। আচ্ছা বাবা; (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) এই যে আমাদের বাড়ী, তা দরজা দিয়া কোন মতেই যাওয়া হবে না, গেলেই বাবা জান্‌তে পারবেন; বরং খিড়কী দিয়ে যাই। (ভুলে পায়খানার দ্বারে আঘাৎ) বৈদ্যনাথ! ও বৈদ্যনাথ! বৈদ্য

নাথ দাদা! ও বৈদ্যনাথ বাবা! দুয়র টা খুলে দিয়ে যা? (স্বগত) এখানে যে ময়লার অত্যন্ত দুর্গন্ধ আসচে! তাইতো এটা যে পয়াখানা? কি আপদ! (খিড়কীর দ্বারে আঘাৎ) (প্রকাশ্যে) ও বৈদ্যনাথ দাদা! ও বদে! ও বদে শালা! (দ্বারের ভিতর দিয়া নিরীক্ষণ করতঃ) যা! সর্ব্বনাশ করলে! যেখানে বাগের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয়, যা ভেবেছি তাই হলো বুঝি? ঐ যে বাবা সাদা চাদর গায় দিয়ে বসে রয়েচেন। আর রাগে ফোঁস ২ করচেন। কিন্তু বাবা হলে আমার কথার উত্তর দিতেন, তবে বাবা নন, ওটা আমাদের বুধি গাই, শুয়ে রয়েচে। (উচ্চৈস্বরে) ও বদে! বদেরে! কেউ যে সাড়া দেয় না, এখন যাই কোথায়? কি বালাই, (সজোরে দ্বারে আঘাৎ) ও বদে এ-এ!

কামি। ও বউ, ওঠনা, দাদা বাড়ী এসেচেন, ঐ দেখ খিড়কীর দিকে ডাকচেন।

সর। তুই সাড়া দেনা।

কামি। ও দাদা, যাই।

প্রিয়। একটু আস্তে গো লক্ষ্মী, বাবা শুনতে পাবে। দোর টা খুলে দে যা।

কামি। ওমা! ওকি দাদার বাঁকা ২ কথা শুনে আমার ভয় কচ্চে, আমি একলাটী নিচেয় জেতে পারবো না। ও বউ ওঠনা, দাদার যে গলা ফেটে গেল। চল দুজনে যাই।

সর। আঃ! আর বাঁচিনে, ঘুম টুকু আসছিল, চল যাই।

কামি। (দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া) এত রাত করে এলে কেন? বাবা কত বোক্‌চেন।

প্রিয়। তুই ছুঁড়ি আবার জ্যাটামি আরম্ভ করলি? কর্ত্তা বোকেচেন তার আর কি হবে।

কামি। তোমার ঘরে ভাত বাড়া আছে খাওগে।

প্রিয়। আচ্ছা ক্ষমা দিদি, একটু ক্ষান্ত হও; খাই না খাই, তা আমি বুঝবো। (উপরে গমন)

কামি। ও বউ! দাদার কথা শুনলি। আমার ভয়ে গা কাঁপচে, হয় তো কি খেয়ে এসেচেন, তা নইলে অমন ধারা কথা বলবেন কেন?

সর। কই, এখন কোথায় গেল?

কমি। ওপরে গিয়েচেন, তুই যা গেলেই টের পাবি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রিয় নাথের শয়নাগার।

সরমার প্রবেশ।

প্রিয়। এস২ প্রাণেশ্বরী তোমায় নিয়ে ঘু ঘু ঘু।

সর। ওকি! কি খেয়েচ?

প্রিয়। খাইনি কিছু, পান করেছি।

সর। এই বুঝি তোমার সকাল আসা?

প্রিয়। ঠিক কথা এখন আমার মনে হলো; তোমার কি চমৎকার মেমারি? তোমাকে ইতি হাসের প্রফে সর করে দেওয়া উচিত।

সর। ভাত খাবে না?

প্রির। না।

সর। পান খাবে কি?

প্রিয়। খাবনা, পান করবো।

সর। গিয়াছিলে কোথায়?

প্রিয়। আর আমায় বিরক্ত করো না বাছা, আমি আর বোকতে পারিনে; শোবে তা শোও।

সর। আমি একে বারেই শয়ন করবো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) উঃ মদের কি চমৎকার শক্তি। এমন মতীভ্রম বুঝি আর কিছুতেই হয় না! সুরাশক্ত ব্যক্তির কি কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না? কেবল বিপরিত বুদ্ধির আবির্ভাব হয়? শুনেছি কলিকাতায় সুরা নিবারিনী সভা হয়েচে, তা কই; নিবারণ তো কিছুই দেখ্‌তে পাইনে! বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হচ্চে সুরাই লোকের সর্ব্বনাশের মূল। সুরারই বা দোষ কি? যে সুরা পান করে তারই দোষ। হা বিধাতঃ এই সকল যন্ত্রনা সহ্য করিতেই কি আমাকে সৃজন করেছ? স্বামীর ইদৃশ অবস্থা দেখে কি আর কিছু ভাল লাগে? আমার অপমৃত্যুই ভাল। তা হলে আর এ যন্ত্রনা সহ্য করিতে হয় না। (প্রকাশ্যে) তোমার যে জ্ঞান শুন্য হয়েচে দেখচি? এই জন্যই কর্ত্তা তোমায় বকেন?

প্রিয়। তুমি বাঞ্চৎ, কর্ত্তার নাম টাম এখানে করোনা, আর ভাল লাগে না; ফের যদি ও কথা আমার কাছে বল, তা হলে আমি তোমার মুখদর্শন কর্‌বোনা।

সর। আমি ও আর তোমার মুখ দর্শন করতে পাব না, এই জন্মের মত দেখে চল্লেম।

প্রিয়। হা হা হা, তবে একান্তই চল্লে? আমার মাথাটা বেঁধে দেও বড় ধরেচে।

সর। (ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা মস্তক বন্ধন) এই হয়েচে?

প্রিয়। হয়েচে, তুমি এখন শয়ন কর।

সর। আমি আর এখানে শয়ন কর্‌তে চাইনে, ঐ দক্ষিণ দিকের ঘরে একেবারে শুইগে।

প্রিয়। কেন দক্ষিণ দিকের ঘরে কি কেউ আছে নাকি?

সর। হ্যাঁ আছে।

প্রিয়। কে ওমা যাই যে ? বুক ফেটে যায়।

সর। শমন আশ্চে। তবে যাই।

প্রিয়। যাও। আর কথা কইতে পারিনে।

সর। (অন্য ঘরে গিয়া) ও ঠাকরুণ ! ঠাকরুণ ! ওটা, তোমার ছেলে কি কর্চে দেখগে।

বিমলার প্রবেশ।

বিম। ও প্রিয় ! অমন করে শুয়ে আছ কেন ? কি হয়েচে বাবা ? ভাল হয়ে শোওনা ? প্রিয়নাথ ? প্রিয়নাথ !

প্রিয়। নিরুত্তর (ওয়াক ২ করিয়া বমন)

বিম। (শীরে করাঘাৎ করিয়া) ওমা কি হবে ? শোনার বাছাকে কে কি কল্লে ? ও প্রিয় ? কি হয়েচে বলনা বাবা ? (উচ্চৈস্বরে) ও ঠাকুরঝি ! শীগ্গির আয় ছেলের কি হলো আমি তো কিছু-বল্তে পরিনে ? আহা! বাছার মুখ দেখে যে আমার বুক ফেটে যাচ্চে ? ও কামিনী ! তোর পিষিকে শীগ্গির ডাক। ও প্রিয় কথা কওনা বাবা !

নীরদার প্রবেশ।

নীর। হাঁ বউ ! প্রিয়র কি হয়েচে ? কই দেখি২ (প্রিয়র গাত্রে হাত দিয়া) প্রিয় ! ও প্রিয় ! বাবা অমন কচ্চো কেন ? কি হয়েচে ?

প্রিয়। বুক্ যায়। ওয়াক (বমন)

নীর। দেখ বউ ! এ আর কিছু নয়, যখন এমন অঘোর হয়ে রয়েচে বোধ করি কোন উপদেবতায় (রাত্রে নাম কর্তে নাই) ছেলেকে দৃষ্টি দিয়েছে, তার আর সন্দেহ নাই। তা তুমি ভয়

করোনা দাদাকে ডাকি, তিনি একজন ভাল রোজা এনে দেখান্।

বিম। (রোদন করিতেং) ওমা আমার কি হলো? বাছার মুখ খানি কালী হয়ে গেছে। হেমা বাকদেবি! আমার প্রিয়কে আরাম কর, আমি তোমার জোড়া মহিষ দিয়ে পুজো দেবো।

নীর। ও কামিনী। দাদাকে একবার ডাক না?

প্রিয়। ড্যাম দাদা।

কামি। ডেকেছ ঐ যে কর্ত্তা অস্‌চেন।

প্রিয়। ড্যাম কর্ত্তা ওলড্ ফুল। কামিনী! তোর বড় চুল্‌কুনি হয়েচে বটে! ফের ঐ কথা বল্‌চিস?

রাম কালীর প্রবেশ।

নীর। দাদা। প্রিয় কেমন কর্‌চে, তা এক জন রোজা ডেকে দেও।

রাম। কই দেখি, কি হয়েচে প্রিয়নাথ! তোমার কি হয়েচে

প্রিয়। হা হা হা ফাদার — "এবটল অব

রাম। আমি তখনই জানি যে ওর মতিচ্ছন্ন হয়েচে, বৈকালে যে কয়েকটি ইয়ার এসেছিল সেই অবধিই আমার সন্দেহ হয়েচে হা কুলাঙ্গার! একেবারে অধঃপাতে গিয়েচ? (নীরদার প্রতি) এই আবার আমাকে দেখাতে আন্‌লে, আমি ওর মুখ দর্শন করিতে চাইনে, ও এখনি মরুক আর তোমরাও মর। (মুখ ভঙ্গিমা দ্বারা) ছেলেকে কিসে দৃষ্টি দিয়েছে? আমার বংশে যা কখন হয়নি তা ঐ কুলাঙ্গার হতে হলো। অমন ছেলে থাকলেই কি আর গেলেই কি? আমি বর্ত্তমানেই এই সকল দুষ্ক্রিয়া আরম্ভ কর্‌লে? কি ভয়ানক! আমি আর এখানে থেকে কি কর্‌বো? ওঁর শোনার গোপাল নিয়ে উনি থাকুন।

প্রস্থান

বিম। ঠাকুরঝি, কর্ত্তার তো রকম দেখ্‌লে? এখন কি করি আমার প্রাণ যে খাবি খাচ্চে? ওমা কি হবে: (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

প্রিয়। দেয়াও ব্রাণ্ডি?

বিম। ঐ দেখ মাঝে২ এলো মেলো কি বক্‌চে?

নীর। দাদা যা বল্লেন তা ঠিক বটে ও কোথা হতে মদ খেয়ে এসেছে। তাই অমন মাতালের মত কথা বল্‌চে। আমি এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারিনি, তা আর ভয় নেই, একটু ঘুম এলেই সেরে যাবে। কিন্তু ভাই ছেলের কি অন্যায়, এম্নি করে শত্রু হাঁসাবে? মনের মধ্যে কি একটু ভয় নাই তুই আবার দাদার দোষ দিলি অন্য বাপ হলে অমন ছেলেকে মেরে খুন করে ফেলে। সে যাহোক এখন সেরে গেলেই বাঁচা যায়।

বিম। প্রিয়নাথ! শরীর টে কি একটু সেরেচে?

প্রিয়। হ্যাঁ (নিদ্রা)

বিম। আঃ বাঁচলেম। ঠাকুরঝি! প্রিয়র এখন ঘুম আস্‌চে।

নীর। তবে আর ডেকোনা ঘুমুলেই সেরে যাবে। কামিনী। হ্যাঁলা বউ, কোথায় শুয়েচে। তাকে এঘরে আস্‌তে বল্‌ অমরা যাচ্চি।

কামি। কদিন হতে দাদার সঙ্গে বয়ের আদায় কাঁচ কলায় হচ্চে। আজ ও দাদা যে বোকুনি টে বোকলেন বউ না রাম না গঙ্গা, কেবল হাপুস নয়নে একপ্রহর ধরে কাঁদ্‌লে।

নীর। না বাছা, প্রিয় বড় বাড়িয়েচে, এখন আর সে প্রিয় নাই। অমন বউ কি হয়? আহা! বাছা এক দণ্ড কাযের জ্বালায় বস্‌তে পায় না; তবু কি মুখে কথা আছে? তা প্রিয় উঠ্‌তে বস্‌তে বাছাকে গালাগালি দেয়, আর যা মুখে আসে তাই বলে।

কামি। ওদিখের ঘরে হয় তো শুয়ে২ কাঁদচে।

নীর। কামিনী! তুই তবে বউ মার কাছে শুগে যা।

কামি। যাই দেখিগে কি কচ্চে। (গমন)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দক্ষিণ দিকের কুঠারি।

সরমার প্রবেশ।

সর। (স্বগত)

হায়! আমি অভাগিনী জন্মিয়ে ধরায়।
সুখের সোপান কভু না হেরি নয়নে॥
পূর্ব্ব জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ করিয়াছি কত।
পাপাচার তাই বুঝি অদৃষ্টে আমার॥
লিখেছেন বিধি দুঃখ বিরলে বসিয়ে।
কি দোষ তাহার দিব? আমি পাপিয়সী॥
জনক জননী কাছে ছিলাম যখন।
সুখের অভাব কিছু ছিলনা আমার॥
জননী বলিয়া পিতা সুমিষ্ট বচনে।
ডাকিতেন মোরে অতি আনন্দে আদরে॥
প্রতি শোধ দিতে তার আমি অভাগিনী।
ছেলে ছেলে বলিতাম আধ আধ স্বরে॥
সে পিতা আমার গিয়াছেন পরলোকে।
যাঁর শোক সহ্য করিয়াছে মোর প্রাণ॥
শুধু এই নয়, আরো বলিতে বিদরে।

প্রাণ, সহিয়াছি কত এপাপ অন্তরে।
কত কষ্ট পেয়েছেন পালিতে আমায় ।।
জনয়িত্রী যবে কিশোর ছিলাম আমি।
তাঁর এক মাত্র সুতা কতই যতন ।।
করিতেন দিবা নিশী আমারে লইয়ে।
সময়ে ছিলনা তাঁর শয়ন ভোজন ।।
এই পাপিনী কারণ হায়! কোথা তিনি।
রয়েছেন লুকাইয়ে ত্যজিয়ে আমায় ।।
পাসরিয়ে তার শোক আছে এ জীবন।
তিল পরিমান দুঃখ হইলে আমার ।।
বাজিত তাঁহার বুকে তাল পরিমান।
তুষিতে আমার মন সুমিষ্ট বচনে ।।
সান্তনা করিতে মাত! কোথায় রহিলে।
ভুলে সুমেরু সমান দুঃখ গো এখন ।।
আসি এক বার দেখ সহেনা সহেনা।
কাতরে জানাই! বিধি তোমার নিকটে ।।
কৃপা করি রাখ যদি এ মিনতি মোর।
লিখেছ অদৃষ্টে মম বিপুল যন্ত্রণা ।।
ভুঞ্জিতে হইবে দুঃখ আজন্ম ধরায় ॥
তাতেও নাহিক ক্ষোভ অদৃষ্টে আমার ॥
অদৃষ্টের ফল কেহ খণ্ডিতে কি পারে।
কিন্তু করপুটে করি এই নিবেদন ॥
যে লেখনী দিয়ে মোর লিখেছ ললাটে।
সে লেখনী যেন আর করোনা ধারণ ।।
হে দয়া নিদান! লিখিতে বালার ভালে।
এ দুঃখ পাসরি তবু ছিল আশা মনে ।।
হইব পরম সুখী স্বামীর আদরে।

কুলবতী কামিনীর এক মাত্র গতি ।।
পতি রত্ন ধন যদি হয় সানুকুল ।
কিন্তু বিপরীত দেখি অদৃষ্টের ফল ।।
জীবনে নাহিক সুখ মরণ মঙ্গল।
জননী থাকিলে কত কাঁদিতাম আমি ।।
নিকটে বসিয়ে তাঁর বিনয়ে বিনয়ে।
ওহে দিন করাত্মজ ! নিবেদি চরণে ।।
কেন হে বিলম্ব তব লইতে পাপীনী।
ওরে মূঢ় মতি ! কেন মিছে আশা তব ।।
কপালে নাহিক সুখ তাও কি জননা।
ধিক ওরে প্রাণ ! পাষাণে নির্ম্মিত তুই ।।
এখন আছিস মোর অন্তরে বসিয়ে।

হায় ! কোথা পতির আদরে আদরিনী হব মনে করে ছিলাম তা আজ সে আশা লতার মূলোৎপাটন হয়েচে। স্বামী সুখ বঞ্চিতা বনিতার জীবনে ফল কি ? বেঁচে থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। হা জগদীশ্বর ! হা জগদীশ্বর ! (বিষপান ও প্রাণ ত্যাগ)

কামিনীর প্রবেশ।

কমি। (দ্বার মোচন করিয়া) ও বউ ! বউ ! অমন কচ্চো কেন ? কি হয়েচে ! ওমা কি হবে ! ও পিষিমা ! একবার এ ঘরে আয় গো ! বউ যে কেমন কচ্চে ! যা সর্ব্বনাশ হলো চক্ষু যে কপালে উঠেছে ? (গাত্রে হস্ত দিয়া) ও বউ ! বউ ! ওমা শীগ্‌গির আয় আহা সকল গয়না গুলি পরেচে, ভাল কাপড় খানি পরেচে কপালে সিন্দুর দিয়ে কত শোভাই হয়েচে; জন্মের মত সাধ মিটয়ে নিলে। (ক্রন্দন)

বিন্দু। ও মা আমার কি হবে? হায়! আমার যে ঘরআলো করা বউ, হা আমার কপাল। (শীরে করাঘাৎ) ও মা, মা! তুমি যে আমার প্রিয়র বউ, তোমার যে মা বাপ কেউ নেই। বাছারে তোমার জন্য আর কে কাঁদবে! হায়! আমি এমন সোণার সীতে ঠাকরুণ পেয়ে হারালেম। হায়! কিসে কি হলো কিছুই বুঝতে পারলেম না। (ক্রন্দন)

কামি। কদিন হতে দাদা বউকে যেন বিষ দেখতো? ঘরে গেলেই, গালাগালি বই আর কথা ছিল না। তবু বউ কোন কথার উত্তর দিত না। আজ ঘরে এসেই কি বল্লে, তাই মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করেচে।

বিন্দু। হায়! আমি আগে জানলে কি এমন হতে দিতেম, তুই আমায় বলিসনি কেন, তাহলে এর উপায় করতেম। হা আমার দশা। (ক্রন্দন)

নীর। ও বউ! কাঁদলে আর কি হবে? এখন চুপ কর, দাদাকে ডেকে পরামর্শ কর। বিপদের উপর আবার বিপদ না ঘটে; থানার লোকে না জানতে পারে, কামিনি! তুই দাদাকে ডাক।

কামি। ও বদে! বাবাকে ডেকে দে। বলিস বউ বিষ খেয়ে মরেচে।

বদে। যাই গো।

বাহির বাটী রামকালীর শয়ন ঘর।

বদের প্রবেশ।

রাম। (স্বগত) হায়! এমন কুসন্তান আমার ঔরসে জন্মেছিল; সুরাশক্ত ব্যক্তির মুখদর্শন করিনে, তাই বিধাতা এরূপ ঘটালেন। এ সকল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল তার আর সন্দেহ নাই। চিন্তাজ্বরে শরীর জর্জ্জরিভূত হলো, আর কত কাল এ যন্ত্রণা সহ্য করবো?

বন্দে। আপনি একবার বাড়ীর ভিতর যান, বউ ঠাকরুণের কি হয়েচে।

রাম। (চমকিত হয়ে) কি সর্ব্বনাশ! বধুমাতার আবার কি হলো? চল যাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গৌর বাবুর সদর বাটী।

ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। (স্বগত) বিবাহটা হয়ে গেলে, উভয় পক্ষ হতে কিছু কিছু পাব, বোধ হচ্চে, এখন বেটারা ফাকি না দেয়, তা রামকালী বাবু যখন বলেচেন, তখন আর কোন চিন্তা নাই। তবে বরকর্ত্তা কি করে বলা যায় না। দেখা যাক; ফল, শর্ম্মা পঞ্চাশটে টাকা টেঁকে না গুঁজে বাড়ী যাবেন না। সে যাহউক মাগীরে কতকগুলো গাল দেবে দেখ্চি। মেয়ের মা বলবে ঘটক কোথা হতে এক কালা বর এনে দিয়েচে, বরের মাও বলবে কোথা হতে এক কানা মেয়ে ঘটিয়ে দিয়েচে। তা নিতান্তই গাল দেয়, তার আর কি করবো, "পেটে খেলেই পিঠে সয়"। এখন কায্টা হয়ে গেলে বোঝা যায়।

গৌর। এই যে ঘটক মহাশয় কতক্ষণ?

ঘট। আসুন এই কতক্ষণ আস্চি? মহাশয়! আজ মনটা বড় চঞ্চল হয়েচে, বাড়ীতে কিছু খরচ দিয়ে আসি নাই, তা অদ্য বাড়ী যেতেই হবে, ব্রাহ্মণী ও ভাবচেন।

গোর। আজ্ঞা হ্যাঁ, নতুবা আপনার মন এত চঞ্চল হবে কেন? বিবাহের কি করে এলেন?

ঘট। বিবাহের সম্বন্ধ যায় দিন স্থির পর্য্যন্ত করে এসেছি, এক্ষণে আপনার ইচ্ছা।

গৌর। আমার অমত কিছুই নাই, আমাকে অদ্য কন্যা দান কর্‌তে বলেন, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি, বিবাহে যা প্রয়োজন, তা সমস্ত আয়োজন করে রেখেছি।

ঘট। তা উত্তমই করেচেন তবে আগামী ২ রা বৈশাখ উত্তম দিন আছে, অতএব ঐ তারিখেই কর্ম্ম সম্পন্ন করুন; বরকর্ত্তাদিগের সম্পূর্ণ মত অছে।

গৌর। যে আজ্ঞে আমি তাতেই স্বীকার হলেম কিন্তু দেখবেন যেন কথার অন্যথা না হয়।

ঘট। মহাভারত! (জিহ্বা কাটিয়া) তা কখনই হবে না। এমন কর্ম্মে শর্ম্মা হস্তার্পণ করেন না। আপনি সে জন্য চিন্তা কর্‌বেন না, ২রা তারিখে বিয়ে দেওয়া মত হইল এই সংবাদ দুর্গাপুর পাঠায়ে দিন, আমি ঐ তারিখে বরযাত্রী দিগের সঙ্গেই আস্‌বো।

গৌর। আজ্ঞে হ্যাঁ এখানেও কন্যা যাত্রী হবেন।

ঘট। (হাস্য করিয়া) তা হবো, তবে এক্ষণে আমি চল্লেম।

গৌর। আচ্ছা, লোকজন তথা হতে কি পরিমাণ আসিবে।

ঘট। সর্ব্বশুদ্ধ যায় নাপিত খানসামা ২৫ জন হতে পারে।

গৌর। যে আজ্ঞা।

ঘট। এখন তো চল্লেম, কিন্তু মহাশয়কে আমার বিষয়ে একটু বিশেষ মনযোগ করতে হবে? আপনি মহৎলোক, কুলীনের সন্তান; আমাদের আদর মান, সকলি আপনাদের নিকট; অধিক আর কি বল্‌বো, অনেক কষ্টে এই সম্বন্ধ স্থির করেছি।

গৌর। যে আজ্ঞা আপনাকে আর অধিক বল্‌তে হবে না!

ঘট। তবে, বসুন, নমস্কার, চল্লেম।

(ঘটকের প্রস্থান।)

বঙ্কের। (স্বগত) যাই, বাড়ীর ভিতর এই সংবাদ দিইগে। (গমন)

বামার প্রবেশ।

বামা। বাহিরে কে ডাক্‌ছিল ?

গৌর। ঘটক এসেছিল, মাতঙ্গিনীর সম্বন্ধ স্থির করে এসেছে, ২রা বৈশাখ বিবাহ দিতে হবে।

বামা। ওমা ! তবে আর দিন কই ! মাঝে দুটি দিন আছে বইতো নয় ?

গৌর। তা আমি সমস্ত আয়োজন করে রেখেছি, তবে তোমাদের মঙ্গলিক যা যা চাই তা প্রস্তুত কর, কল্য প্রাতে গাত্রে হরিদ্রা দিতে হবে।

বামা। ও ঝি ! তুই তবে পাড়ার মেয়েদের, আর নাপতে বউকে বলে আয় যে কাল সকালেই গায় হলুদ দিতে হবে।

ঝি। তা যাচ্চি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

রামকালীর প্রবেশ।

রাম। (স্বগত) তাই তো, সকলেই যে ক্রন্দন কচ্চে। কি সর্ব্বনাশ ! কত ভোগ যে ভুগ্‌তে-হবে তা আর বলতে পারিনে। বধুমাতার আমার অকস্মাৎ কিহলো ? (প্রকাশ্যে) ও নীরদা হ্যাগা কি হয়েচে ?

নীর। দাদা সর্ব্বনাশ হয়েচে ! প্রিয় বউকে কি বলেছিল তাই বউ মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করেচে।

রাম। এঁ্যা, কি ভয়ানক ! প্রিয় বউমাকে কি বলেছিল ?

নীর। কি বলেছিল তা শুনিনি, কিন্তু ক্যামনা বল্লে, প্রিয় নাকি বউকে গালাগালি দিয়েছিল তাই বউ বিষ খেয়েচে।

রাম। আমি জানি যে ও কুলাঙ্গার হতেই আমার সর্ব্বনাশ হবে, ওর জন্য আর আমার কিছুতেই সুখ নাই। (উপবেশন করিয়া স্বগত) হায়! আমি কি নরাধম পাপিষ্ঠ! হা জগতপাতা জগদীশ্বর! হা দয়ার নিদান দীনবন্ধো? কোথায় পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার উপায় অবলম্বন করবো, না এই দুর্ব্বিসহ দারুণ যন্ত্রণা সকল সহ্য করিতে করিতেই অস্থির হলেম জামতাটির সুস্থ সংবাদ না পেয়ে কি অসুখী আছি তা আর বলতে পারি নে। এখানে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কি যে করবো তা কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্চিনে। আহা! বউতো নয় যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, যেমন রূপ তেমনি গুণ, কথাগুলি যেন মধুমাখা; আহা! অমন বউ কি আর হয়? আমাকে পিতার অপেক্ষাও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। অমন শান্ত প্রকৃতি সুলক্ষণা সুলোচনা কোন খানেও দেখিনি। আহা! আমার দুরাত্মা পুত্রই তাহার জীবন বিনাশের কারণ, কেননা, যাহারা পতিব্রতা ও পতি পরায়ণা, পতি বই আর কিছু জানে না, তাহাদের স্বামী যদি অসদাচারি হয়, অথবা বিনাদোষে স্বপত্নীর অপমান করে, তা হলে তাহারা আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ও অমন দুরাচারি স্বামীর হস্ত হতে এইরূপে মুক্তি লাভ করে। আহা! বউটির গুণ মনে হলে চক্ষে জল আসে। আমি এক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম যে, স্বয়ং লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ কর্‌লেন; আর আমার কোন মতেই নিস্তার নাই। এক্ষণে মৃত্যুই আমার প্রার্থনীয়।

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গৌরবাবুর সদর বাটী।

রত্নেশ্বর, নশীরাম প্রভৃতি কন্যাযাত্রীগণ আসীন।

বর, পুরোহিত ও ঘটক প্রভৃতি বরযাত্রীগণের প্রবেশ।

কন্যাযাত্রী। (সকলে গাত্রোত্থান করত) আসতে আজ্ঞা হয়! আসুন আসুন।

বরযাত্রী। বসুন বসুন, ব্রাহ্মণের ভোঃ নমঃ।

কন্যাযাত্রী। নমোনমঃ বসুন (সকলের উপবেশন)

ঘট। কই, রামকালী বাবু এখন আসেন নাই কেন?

নশী। আজ্ঞা, তিনি একটা মনঃপীড়া পেয়েচেন; তাঁর পুত্র বধুটির কাল হয়েচে, সে জন্য বড় কাতর হয়েচেন, তাই আসেন নাই। পুরোহিত মহাশয় একটু এগিয়ে আসুন না, আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত একটু শাস্ত্র আলাপ করুণ, আমরা শুনি।

পুরো। ভালইতো, তা আপনারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুণ।

নশী। আমাদের ভট্টাচার্য মহাশয়ই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। (রত্নেশ্বরের প্রতি) কই ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন? লুচির তো এখনও বিলম্ব আছে?

রত্নেশ্বর। নশীরাম এখানেও জ্বালাতন আরম্ভ করলে?

নশী। শাস্ত্রালাপ করা যদি জ্বালাতন বোধ করেন, তবে ক্ষান্ত থাকাই ভাল। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবার আবশ্যক নাই;

রত্নে। তা নয়, বলি বিবাহের কাল হয়ে এল, আর অধিক সময় নাই তাই ক্ষান্ত আছি।

বরযাত্রী। আজ্ঞা না সাতদণ্ড রাত্রের এখনও বিলম্ব আছে ততক্ষণ আপনাদের চলুক না।

রত্নে। হ্যাঁ ক্রমশ চলবে; (পুরোহিতের প্রতি) মহাশয়ের নামটি কি?

পুরো। আমার নাম শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

রত্নে। হঁা বটে, আপনার নামশ্রুত আছি, আপনি মহাশয় লোক নমস্কার, তবে ভাল আছেন?

পুরো। নমস্কার, এই যেমন দেখচেন।

নশী। কি ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপ্তসারটা করে নিলেন?

রত্নে। (নস্যগ্রহণ করিয়া) এই যে বিবাহের দিন স্থির করেচেন তা ইহাতে তো একটী মহৎ দোষ দৃষ্ট হচ্চে; তা এমন অবিবেচনার কার্য্য করলেন কেন?

পুরো। কই অবিবেচনার কার্য্য তো কিছুই দেখচিনে।

রত্নে। দেখলে কি আর এরূপ হতো, দেখেন নাই তাই বলচি।

পুরো। আপনি বিশেষ অবগত না হয়ে, অকারণ মত্ত হস্তীর ন্যায় বাগাড়ম্বর করবেন না, অগ্রে বিশেষ রূপ তত্ত্বানুসন্ধান করুণ, তার পর তর্ক করতে আসবেন।

রত্নে। কেন, এতো স্পষ্টই পড়ে রয়েচে দেখে নিলেই হয়।

"অমাবস্যাঞ্চ রিক্তায়াং করণে বিষ্টি সংজ্ঞকে।
যঃ করোতি বিবাহং স শীঘ্রং যাতি যমালয়ং"॥

অদ্য সম্পূর্ণ রিক্তা পেয়েছে অতএব এ লগ্নে বিবাহ দিলে যে দোষ তা তো উহাতেই প্রতীয়মান হচ্চে।

পুরো। এই জন্য মহাশয় চার্ব্বাকের মত কতকগুলা বোকলেন যদি আর একপাত উলটে দেখতেন, তা হলে কখনই এরূপ বলতেন না। কারণ।

"শনৈশ্চর দিনে চৈব যদি রিক্তা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং বিবাহিতা কন্যা পতি সন্তান বর্দ্ধিনী"॥

অর্থাৎ শনিবারে যদি রিক্তা পায়, তা হলে কোন দোষই ঘটে না; এখন বুঝলেন।

নশী। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত ন্যাজ তুলে দেখেন নাই।

রত্নে। হঁা বটে বটে, অদ্য শনিবার, তা ওটা লক্ষ্য করি নাই। দেখ হরিশ্চন্দ্র ভায়া আমরা এখন বৃদ্ধ হইচি সকল স্মৃতিপথে আইসে না, তা মনে কিছু করবেন না।

পুরো। আজ্ঞে না, মহাভারত।

নশী। মনে আর কি কর্‌বেন? পাগলে কি না বলে?

জনৈক বরযাত্রী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কন্যা সম্প্রদান কালে পশ্চিমাস্য হয়ে বসবার কারণ কি?

রত্নে। জানেন না "বিবাহেচ ব্যতিক্রমঃ" বিবাহকালে অনেক ব্যতিক্রম হয়।

নশী। আজ্ঞা হঁ্যা, বিবাহে দুই একটী ব্যতিক্রম আছে বটে, কিন্তু আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগাগোড়াই ব্যতিক্রম।

গৌর। সময় তো হয়েচে, এক্ষণে আপনারা সকলে অনুমোদন কর্‌লে আমি কন্যা পাত্রস্থ করি।

সকলে। যে আজ্ঞে, আমরা অনুমোদন কর্‌লেম।

বেদ বিধি মতে নানা করি অনুষ্ঠান।
কানা মেয়ে কালা বরে করিলেন দান

নেপথ্যে। হুলুধ্বনি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রিয়নাথের প্রবেশ।

প্রিয়। (স্বগত) হায়! আমার কি পাষাণ হৃদয়? আমি বিনা দোষে সেই পতি পরায়না ধর্ম্মশীলা প্রাণেশ্বরীকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রনা দিয়েছি? কত তিরস্কার করেছি? কত কটুকথা বলেছি? হায়! আমি কি নরাধম, কি মূঢ়, কি নৃশংস; আমার এই দারুণ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হা পতি প্রাণা সতি? হা নির্ম্মল হৃদয়ে! এই দুরাত্মাই তোমার মন বেদনার কারণ; এই পাপাত্মাই তোমার জীবন বিনাশের মুল। আহা! এরূপ ঘটনা হবে অগ্রে জানিলে, আমি কখনই প্রেয়সীর মনে ব্যাথা দিতাম না। উঃ, প্রাণ যে যায়, (দীর্ঘনিশ্বাষ পরিত্যাগ করত) প্রিয়ে! তোমার দুর্নিবার্য্য বিরহানল আমার কঠিন হৃয়দকে দগ্ধ কবিতেছে, আর কোন মতেই সহ্য হয় না। হা হৃদয় বিলাসীনি পতিরতে! একবার এসে আমার এই দারুণ সন্তপ্ত প্রাণ শীতল কর। হা হরিণ নয়নে! বারেক দর্শন দিয়া আমার অপার দুঃখের অপনয়ন. কর! রে কঠিন প্রাণ! এখনও তুই প্রেয়সীর বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে জীবিত আছিস? হা জগদীশ্বর! এ দুরাত্মার মস্তকে এখনও বজ্রপাত হলো না, এই আশ্চর্য্য? আমার নরকেও স্থান হবে না। হা নিরুপমে! হা প্রিয়ে! (মোহ)।

সদর বাটী।

রামকালী বাবু আসীন।

জনেক পত্রবাহকের প্রবেশ।

রাম। (স্বগত) চিন্তানলে শরীর দগ্ধ হচ্চে, আর কিছুই ভাল লাগে না। পুত্রবধুটি প্রাণত্যাগ করলেন, আবার জামাইটির কয়েকদিন কোন সংবাদ পাই নাই, ঈশ্বরের মনে যে কি

আছে তা কিছুই বলতে পারি না, আমি আর ভেবেই বা কি করবো। (পত্রবাহকের প্রতি) কিহে? পত্র আছে কি?

পত্রবাহক। আজ্ঞে আছে, আর সে দিনকার পয়সা কটা পাব।

রাম। আচ্ছা দিই। (পয়সা দান)

পত্রবাহক। দেখুন এইখানা বুঝি, (পত্র প্রদান ও পয়সা লইয়া প্রস্থান)

রাম। পত্র গ্রহণ করিয়া (স্বগত) এ খানা কোথাকার পত্র? উঃ প্রাণটা যেন চমকে উঠলো? পুত্র বধু টির বিয়োগে মন অত্যন্ত ব্যাকুল রয়েচে, সেই জন্যই বুঝি এরূপ হচ্চে। দেখি, পত্রখানির শীরনাম পাঠে বোধ হচ্চে বৈবাহিক লিখে-চেন। তা খুলে পড়লেই সমস্ত জানতে পারবো। কি আপদ! হৃদয় কম্প হচ্চে কেন? মন, এত ব্যাকুল হচ্চকেন? পুত্রবধূর কাল হয়েচে তার আর ভাবনা কি? প্রিয় নাথের বিবাহ দিয়ে আবার উৎকৃষ্ট সর্বাঙ্গ সুন্দরী বউ নিয়ে আসবো; সেজন্য আরখেদ করোনা। (পত্রখুলিতে ২) নয়ন! একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর, একেবারে শোকসাগরে ডুবিতেছ কেন? কিছুই যে দেখতে পাইনা! (নয়নেরজল মুছিয়া) পত্র পাঠ।

নমস্কার নিবেদন মিদং।

আমার সংসারাশ্রম কেবল দুঃখের কারণ। হায়! আমি কি নরাধম পাপাত্মা; আমার মত হতভাগ্য এ জগতে আর কে আছে? যে শোকসম্ভবত দৈব দুর্বিপাক ঘটনায়, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে, সেই নিদারুণ অশুভ সম্বাদ প্রদানে আপনকার মন কে ততোধিক দগ্ধ করিতে বাধিত হইলাম। বিগত কল্য দিবাবসানে এই অভাগার একমাত্র অবলম্বন সেই জীবনধন-সন্তানটি করাল কবলে কবলীত,——— (লিপি হস্ত হইতে নিক্ষেপ ও শীরে করাঘাৎ করত,)হা জগদীশ্বর! হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? আমার অদৃষ্টে এই সকল যন্ত্রনা লিখে ছিলে? হায়! শেষ অবস্থায় এই সকল মনঃ পীড়া পেলাম!

(দীর্ঘনিশ্বাষ পরিত্যাগ করিয়া হরিহে, দীন নাথ! সকাল (তোমার ইচ্ছা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গৌরবাবুর অন্তঃপুর।

বাসর ঘর বর ও কন্যা অসীন।
জ্ঞানদা, সুখদা, গোলাপ প্রভৃতি
কামিনী গণের প্রবেশ।

কি কব বাসর শোভা, মন লোভা অতি।
মোহিত হয়েছে যত, মহিলা, যুবতী॥
পরিধান বিবিধান বিচিত্র বসন।
কি বাহার কবতার, চিকন কেমন॥
সর্ব্বাঙ্গে রয়েছে কত, স্বর্ণ অলঙ্কার।
বসন ভিতরে আভা, অতি চমৎকার॥
বাসরে আশর করি, যত রামাগণ।
চারি দিগে সারি সারি, বসিল তখন॥
নাগর লইয়া তবে, বাসর মন্দিরে।
হাস্য পরি হাস করে, যত কামিনীরে॥
লজ্জার মস্তকে পদ, করেছে প্রদান।
ভয়ে সে গিয়াছে চলি, লয়ে নিজ মান॥
সভয়ে কাঁপিছে ভয়, পলায়ে অদূরে।
ছাড়িয়া গিয়াছে দোঁহে, নাই অন্তঃপুরে॥
যদ্যপি স্বামীরে কেহ, করে লজ্জা ভয়।
লোকত জানিবে সেটা ধর্ম্মত তা নয়॥
যতনে যোগায় যেই, সুন্দর ভূষণ।
তার সমাদর কত, বুঝহ সুজন॥

কিন্তু ভাগ্য হীন যদি, কার পতি হয়।
খেতে শুতে নাহি সুখ জীবন সংসয়
পতিরে আদর নাই, করে সে কামিনী
সতত কুবাক্য কয়, দিবস যামিনী॥
কি কব অধিক আর, রমনীর গুণ।
বাহিরে শীতল বড় অন্তরে আগুণ॥
হেন কালে কোন বালা; মধুর বচনে।
রসালাপ আরম্ভিল, নাগরের সনে॥
কোন বালা জিজ্ঞাসিল, বরে পরিচয়।
কেহ বলে বলদেখি, ওহে রসময়॥
নিধুর রচিত গান, জানহ কেমন।
ব্যাকুলিত করে মন, করিলে শ্রবণ॥
কেহ বলে কও দেখি, ওহে নটবর।
নীরব হইলে দিতে, কথার উত্তর॥
এসেছি করিয়া আশা, তব সন্নিধান।
শ্রবণে যুড়াব আজ, সু মধুর গান॥
নীরব হইলে বল, কি লাভ হইবে।
ক্ষণেক বিলম্বে দেখ, রবি প্রকাশিবে॥
এই রূপে রসাভাসে, বাক্যের প্রসঙ্গ।
কালা বরে লয়ে কত, করিতেছে রঙ্গ॥
রসিক সুজন বড়, সুবুদ্ধি চিকন।
কথার উত্তর দেন, শুনহ কেমন॥
নাম জিজ্ঞাসিলে বলে, পাই নাই পান।
বয়স সুধালে কয়, কুলীন সন্তান॥

জ্ঞান। (সকলের প্রতি) তোরা ভাই একটু চুপ কর্ না, আগে গুও কাটা আর ষষ্ঠি নমস্কার হয়ে যাক্, তার পর যা হয় করিস।

সুখ। জামাই বাবু ঐ ষষ্ঠি ঠাকরুণকে নমস্কার কর, আর এই গুওটা কাট। (মাতঙ্গিনীর মুখের সুপারি দান)

বর। যে আজ্ঞা, (ষষ্ঠিকে প্রণাম করিয়া সুপারি কাটিতে আরম্ভ) আচ্ছা, সুপারি টা ভিজা কেন?

জ্ঞান। তা জান না, তোমার জাঁতিতে যদি ধার না থাকে এই জন্য সুপারি টা ভিজাইয়া নরম করে রেখেচে।

বর। ঠিক কথা, নতুবা ভিজা হবার কারণ কি? তা আর কি করতে হবে বলুন।

সুখ। তা সব ক্রমে টের পাবে। (সকলের হাস্য)

গোলাপ। একটি বার বানরের নাচ্ দেখাতে হবে।

পদ্মমনীর প্রবেশ।

পদ্ম। হাঁলা, তোরা যে কেবল গোল কচ্চিস গান টান কখন হবে?

জ্ঞান। তুমি না এলে গান গায় কে?

পদ্ম। কেন, তোর পুঁটে মাসি কে গাইতে বল, তার গলা খাসা মিষ্টি। আমি অধিক ক্ষণ থাকবো না, বাড়িতে কেউ নেই।

জ্ঞান। পুঁটে মাসি গাইতে চায়না, বলে বর সুবাদে জামাই হয়।

পদ্ম। অবাক আর কি? বাসর ঘরে আর কে চিনে রয়েচে। আমার ছোট দাদর মেয়ের বিয়েতে আমি সারা রাত গান করেছিলাম, তাতে আর দোষ কি?

সুখ। তা ঠিক কথাই তো, বাসরে আর অত বাছতে গেলে চলে না। আমার ছোট বনের বিয়েতে মাসী একাই সাবারাত গান গায় খেম্‌টা নাচ পর্য্যন্ত আর কিছু বাকি রাখেনি।

জ্ঞান। (বরের প্রতি) একটি গান গাও আমরা শুনি।

বর। এঁ্যা, কি বল চো।

জ্ঞান। (স্বগত) আ পোড়া কপাল। (প্রকাশে) না এমন কিছু বলি নাই; বলি আজ মাসের ক দিন?

সুখ। বলি কানে কি কিছু কম শুনতে পান?

বর। তা পান পেলে কে না খায়।

সুখ। (স্বগত) আমরণ আর কি। আমি তোমার পান নিয়ে বসে রইচি? (সকলের হাস্য)

জ্ঞান। এমন বর তো ভাই কখন দেখিনি, সুধু কালা নয়, একটি আস্ত বোকা। একবার ও বাড়ীর বড় গিন্নি কথা দিয়েছিলেন, তা ভাই সেই কথকের মুখে শিশু পালের কথা শুনে ছিলাম, বোধ করি সেই শিশু পাল বুঝি আবার জন্ম গ্রহণ করেচে। (বরের প্রতি) দেখ আমরা তোমার কথা বার্ত্তা শুনে অতিশয় আহ্লাদিত হইচি, এখন একটি গান কর তা হলেই আমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়।

বর। দেখ সে কেবল তোমাদের অনুগ্রহ, আর আমার অদৃষ্ট।

গোলাপ। বটে আর মাতঙ্গিনীর হাত যশ।

সুখ। এই যে? কে বলে বর রসিক নয়? কথা গুনি রসে টল্ টল্ কচ্চে, এখন চল্‌কে না পড়ে। (বরের প্রতি) একটি গান কর।

বর। কি গান কর্‌বো।

গোলাপ। বাউলের গান গাও, না হয় মনসার ভাষাণ।

বর। আমি ভাল গান জানিনে।

গোলাপ। তবে মন্দই গাও।

সুখ। না, না, তুমি একটি ভাল রকম টপপা গাও।

বর। একান্তই গাইতে হবে? তবে শোন।

রাগিনী বাহার তাল এক তালা।

পিরিতে ও সই মজনা। পরে পাবে যাতনা; দুকুল হারায়ে অকুলে পড়িবে, কুল ফিরে আর পাবে না।

নাগরের সনে ভাল বাসা বাসি, দুদিন পরে ভাল বাসা হয় বাসি, শীরে মারে অসি, অথবা দেয় ফাঁসি, তখন আর ফিরে চায় না। তার সাক্ষী আর দেখ অলি রাজে, যতন করে কত কুসুম সরজে, যতক্ষণ মধু নিকটে বিরাজে, ফুরাইলে পুন যায় না।

সুখ। বা? বেশ বেশ কায়দা আছে ভাল।

পুঁটি। আমি ভেবে ছিলাম বরের পেটে কেবল আগড়া বোঝাই তা নয়, দুই একটা ধান ও আছে।

বর। এখন ভাই তোমাদের পালা।

পুঁটি। কেন তোমার কি পুঁজি ফুরালো?

জ্ঞান। মরণ আর কি? দেখ্‌চিস যে বর ছোট কথায় কাণ দেয় না, তা তুই ততোই, আস্তে আস্তে কথা বল্‌চিস, তুই বাছা একটা গান কর, শুনে বাড়ী যাই, রাত আর নাই।

সুখ। গান করবিতো কর, নইলে শয়নে পদ্ম লাভ করি।

জ্ঞান। না লো আর পদ্ম লাভ করিস্‌নে। পুঁটে মাসি আগে বাছা সেই ছড়াটী বল।

পুঁটি। চুপকর, এখানে আর বাছা ২ করিস্‌নে, এই শোন।

কোথা প্রাণ কান্ত মম আছ এ সময় হে।
নিতান্ত অবলা বলি হইয়ে নিদয় হে॥
সুখের যৌবন কাল বিফলেতে যায় হে।
কৃপা করি রাখ প্রমদায় প্রমদায় হে॥
মদনের পঞ্চশর করে জ্বালাতন হে।
না মানে বারণ যেন প্রমত্ত বারণ হে॥
প্রবেশি অন্তরে কত প্রলোভ দেখায় হে।
প্রেম ফাঁদ পেতে বুঝি অবলা মজায় হে॥
অহ রহ তব আশা পথ পানে চাই হে।
তোমাবিনে অধিনীর অন্য গতি নাই হে॥

বিনা কর্ণ ধার কোথা তরী পার পায় হে।
অকুল সাগরে পড়ে হাবু ডুবুখায় হে।।
যদ্যপি ইহাতে পুন কুবাতাস বয় হে॥
নীরেতে নিমগ্ন, নয় বান্ চাল হয় হে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ করি হইয়ে সদয় হে।।
বারেক আসিবে নাথ বিলম্ব না সয় হে।
বিদেশে গিয়াছ তুমি হল কতদিন হে।
ভাবিলে যাতনা বাড়ে তনু হয় ক্ষীণ হে।।
কর না বঞ্চনা আর শুন রস ময় হে।
জুড়াও তাপিত প্রাণ আসি এসময় হে।।

গোলাপ। বেশ্ বেশ্ বেঁচে থাক বাবা।

পুঁটি। গীত রাগিনী ঝিঁঝিট তাল আড়া।

কব কি মনের সাধ মনেতে রহিল। (ওসই)
দুরন্ত বসন্ত কাল কাল হয়ে এসে ছিল।
কোকিল আদি অনুচরে, হানে শর হৃদয়োপরে;
সতত অস্থির করে,
ভেবে ২ প্রাণ গেল।
রেখেছি প্রাণ যার আশে; বল সখি কই সে আসে,
কত দিন আর হা হুতাশে,
জীবনে বাঁচিব বল।।

জ্ঞান। বেশ হয়েচে, আর এদিকেও রাত নেই, চল আমরা বাড়ী যাই।

সুখ। (বরের প্রতি) এখন একটু ঘুমোও, আমরা চল্লেম।

বর। যে আজ্ঞা।

গোলাপ। হাঁ ভাই, সকলেই তো চল্লি, তা শর্ম্মা তোমার কথা কিছু বল্লিনে।

জ্ঞান। সে সব সকালে হবে, এখন আয়।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নীরদার প্রবেশ।

নীর। (স্বগত) দাদা এখন ও বাড়ীর ভিতর আসচেন না কেন? বেলা ও হয়ে উঠলো, যাই, কি কচ্চেন দেখিগে। বোধ করি কেউ এসে থাকবে। (অন্তরালয় হইতে দৃষ্ট করিয়া) কই বাহিরে তো আর কেউ নেই, দাদা একাকি বসে ২ কি ভাবছেন। বউমা মরেচে বটে, কিন্তু সে শোকানল তো এক প্রকার নির্ব্বান হয়েচে। তবে এত ভাবচেন কেন? সম্মুখে এক খানা ডাকের চিটি পড়ে রয়েচে, আহা, চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভেসে যাচ্চে, আবার কি সর্ব্বনাশ হলো, ভাল জিজ্ঞাসাই কেন করিনে? (প্রকাশে) দাদা বেলা অধিক হয়েচে, বাড়ীর ভিতর এসে স্নান কর. আমি জল গরম করে রেখেচি। বয়ের জন্য আর মিছে শোক করলে কি হবে? প্রিয় নাথের বিয়ে দিলেই আবার তেম্নি বউ আসবে, তার আর ভাবনা কি?

রাম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা জগদীশ্বর? তোমার মনে কি এই ছিল? উপর্য্যুপরি আর কত শোক সহ্য করবো? রে দুরাত্মা কঠিন প্রাণ! তোর কি বিনাশ নাই? তুই আর কত কাল এই পাষাণ হৃদয়ে অবস্থিতি করবি?

নীর। হাঁ দাদা, কি হয়েছে? শীগগির বলনা? আবার কি সর্ব্বনাশ হলো, ওমা কি হবে, হাঁগা বলচো না কেন?

রাম। আর ভগ্নি সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর কি বলবো মাথা মুণ্ডু, বলতে গেলে বুক ফেটে যায়। কামিনী আমার আদরের মেয়ে এই অল্প বয়সে তার বৈধব্য, দশা দেখতে হলো, হা ভগবান! হা বিধাতঃ!

নীর। (উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে ২ বাটীর ভিতর গমন) ও বউ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমার সোনার কামিনীর মাচ ভাত খাওয়া ঘুচে গেল, মাগো। আর শ্বশুর বাড়ী যাবে না মা গো মা।

বিম। (বক্ষে করাঘাত করত) ওমা আমার কি হলো, আহা! কামিনী আমার ছেলে মানুষ, কখন দুঃখের মুখ দেখেনি, কেমন করে একাদশী কর্‌বে মা গো। সে একথা শুনে কেমন করে প্রাণে বাঁচবে? হা বিধি! তোর কি কিছুই বিবেচনা নাই। (রোদন)

কামিনীর প্রবেশ।

কামি। (হটাৎ বাড়ী আসিয়া স্বগত) একি? সকলেই কাঁদচে কেন? আবার কি সর্ব্বনাশ হলো? ভয়ে যে গাটা কাঁপচে? ও মা আমাকে দেখে যে আরও কাঁদতে লাগলো (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) ওমা! আমারই যে সর্ব্বনাশ হয়েছে? দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত নির্জ্জনে বিলাপ) হা ভগবান্! হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল? আমার অদৃষ্টে এই লিখেছিলে, ? আহা! আজ হতে আমার পতিসহ বাস এক বারে শেষ হলো? ওমা মনে হলে যে আমার প্রাণ ফেটে যায়। এত দিনে বিধাতা আমাকে অনাথিনী কল্লেন। আমি

কি আর প্রাণ নাথের মুখ চন্দ্র দেখতে পাবনা ? কি সর্ব্বনাশ আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি ? কই না, ওরা যে সকলে কাঁদচে ? ওমা কি হলো, প্রাণ নাথ!! এই হতভাগিনী দাসীকে পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে ? তুমি কি আর আসবে না ? (রোদন) ওমা আমার আসা বৃক্ষের মূলচ্ছেদন কে করলে ? আজ হতে আমার শীঁতেয় সিন্দুর পরা ঘুচে গেল আমার বসন ভূষণ পরা উঠলো। নাথ! তুমি যে আমায় বড় ভাল বাসতে, তা এক্ষণে আমার এই দুর্দ্দশা দর্শনে কি তোমার ক্লেষ বোধ হচ্চে না ? দাসীকে ভুলে কোথায় নিশ্চন্ত রয়েছ ? একবার দেখা দিয়ে শরীর শীতল কর আর বিলম্ব সয়না, এই অভাগিনী দুখিনী কে অনুগামিনী করে সেই অনন্ত দুখের অন্তর কর। পতিই সতীর এক মাত্র গতি, পতি বিনা সতীর জীবনে ফল কি ? কেবল যন্ত্রনা মাত্র রে দুরাত্মা কঠিণ প্রাণ ! তুই এখনও আমার সেই প্রাণ বল্লভের বিয়োগ যন্ত্রনা সহ্য করে জীবিত রয়েছিস ? তোরে ধিক্‌ ! সেই জীবিতেশ্বর যখন আমাকে অনাথিনী করে ফাঁকি দিয়ে প্রস্থান করলেন তখন আর আমার এ পাপদেহ ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব তুই এখনই আমার অন্তর হতে অন্তর হ আর যন্ত্রনা দিস্‌নে ! হায় ! আমি যে পুত্র মুখ দেখ্‌বো বলে সেই অনন্ত দেবের ব্রত করে ছিলাম এই কি তার প্রতিফল হা অনাথ নাথ দিন দয়াময় ? তোমার মনে কি এই ছিল ? এই হত ভাগিনী দাসীকে চিরদুখিনী করে কি তোমার মন বাঞ্ছা পূর্ণ হলো ? হা আমার কপাল ? হা আমার দশা ! (শীরে করাঘাৎ করিয়া) এই অবলার প্রাণে সুখ দুঃখ সমভাবে সহ্য করিতে হলো, হা মাতঃ ! হা পিতঃ ! এই হতভাগিনীর জন্যই আপনাদের এত যন্ত্রনা, আমি কেবল আপনাদের কষ্ট

ও মন বেদনা দিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করে ছিলাম হায় ! আমি ভূষণ বিহীনা হয়ে সকলের নিকট কেমনকরে গমন করবো ? প্রিয় বয়স্য গণের সহিত আর কি রূপে হাস্য পরিহাস করবো ? আমার আসা ভরসা সকল আজহতে শেষ হলো আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌বোনা, এ জীবন জীবনে বিসর্জ্জন দিয়া সেই প্রা কান্তের বিচ্ছেদ হুতাসন হইতে দেহ শীতল কর্‌বো, আ কাহারও কথা বা অনুরোধ শুন্‌বো না. আমার মত দুর্ভাগিনী পাপিনী আর এ জগতে কে আছে ? হা দগ্ধবিধি। হা জগদীশ হা পিতঃ ! মাতঃ ! (মোহ)

সম্পূর্ণ